একাদশ অধ্যায়

পরিবহণ ও যোগাযোগ

[দেশের সার্বিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা একটি অত্যাবশ্যকীয় ভৌত অবকাঠামো হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। উৎপাদন বৃদ্ধি, উৎপাদনের উপকরণ ও উৎপাদিত পণ্যের সুষ্ঠু বাজারজাতকরণ, দ্রব্যমূল্যের স্থিতিশীলতা বজায় রাখা এবং আঞ্চলিক বৈষম্য দূরীকরণের ক্ষেত্রে যুগোপযোগী, সুসংগঠিত আধুনিক পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার গুরুত্ব অপরিসীম। আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পরিবহণ এবং তথ্য ও অন্যান্য যোগাযোগ নেটওয়ার্কের সাথে বাংলাদেশকে অন্তর্ভুক্ত করার উপযোগী উন্নত এবং সুসমন্বিত পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলা একান্ত জরুরি। তাই পরিবহণ ও যোগাযোগ খাতে বিভিন্ন প্রকল্প অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। সড়ক ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ/পুনঃনির্মাণ/পুনর্বাসন কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন অব্যাহত রয়েছে। পরিবেশবান্ধব, নিরাপদ এবং সুলভে মালামাল পরিবহণের নির্ভরশীল মাধ্যম হিসেবে রেলের ভূমিকা অব্যাহত রাখার জন্য বাংলাদেশ রেলওয়েকে বাণিজ্যিক ও আর্থিক সফলতা অর্জনে এবং পেশাগত জ্ঞানের ভিত্তিতে পরিচালনার লক্ষ্যে অর্গানাইজেশনাল রিফর্মস, সেক্টর ইম্প্রুভমেন্ট প্রভৃতি বিষয়ে উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। নৌ-পথের নাব্যতা সংরক্ষণ ও নৌ-পথ উদ্ধার, নিরাপদ নৌ-যান চলাচল নিশ্চিতকরণ, অভ্যন্তরীণ নৌ-বন্দরসমূহের উন্নয়ন, ঢাকার চারপাশের নৌ-পথ সচলকরণ, অভ্যন্তরীণ নৌ-পথে কন্টেইনার পণ্য পরিবহণের অবকাঠামো সৃষ্টি ইত্যাদি কর্মসূচি হাতে নেয়া হয়েছে। আকাশ পথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা এবং সীমিত সম্পদ নিয়ে বাংলাদেশ বিমান এয়ারলাইন্স অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক গন্তব্যে সার্ভিস পরিচালনা করছে। দেশের টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার আধুনিকায়ন এবং এর মান উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। রূপকল্প-২০২১ এবং জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG) ও ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ করে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের চালিকা শক্তি হিসাবে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ক্ষেত্রে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা-২০১৫ প্রণয়ন করা হয়েছে। সমাজের সকল স্তরে ডিজিটাল লিটারেসি বৃদ্ধির মাধ্যমে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার ও প্রয়োগ, তথ্য-প্রযুক্তি ভিত্তিক কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে জনগণের সেবা নিশ্চিতকরণ, তথ্য-প্রযুক্তি নির্ভর শিল্প ও অর্থনীতির প্রসারের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন, জ্ঞানভিত্তিক শিল্পে ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং ই-গভর্নেন্স ও ই-কমার্স প্রবর্তনের মাধ্যমে আধুনিক ও উন্নত ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠন, সর্বোপরি ৬৪ জেলায় 4th Generation broadband সার্ভিসের সম্প্রসারণসহ মোবাইল ও ইন্টারনেট ব্যবহার বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে সরকার আইসিটি বিষয়ক জাতীয় টাস্কফোর্স গঠন করেছে। এছাড়া, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বর্তমানে আইসিটি বিভাগের আওতায় বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প ও কর্মসূচি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

আধুনিক, সুসংগঠিত, টেকসই পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার ক্রমোন্নয়নই দেশের উন্নয়নের প্রতিচ্ছবি। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর সাময়িক হিসাবে জিডিপিতে ২০১৫-১৬ অর্থবছরে 'পরিবহণ, সংরক্ষণ ও যোগাযোগ' খাত (স্থলপথ পরিবহণ; পানিপথ পরিবহণ; আকাশ পথ পরিবহণ; সহযোগী পরিবহণ সেবা ও সংরক্ষণ এবং ডাক ও তার যোগাযোগ উপ-খাত সমন্বয়ে গঠিত)-এর অবদান ১১.৩৭ শতাংশ এবং প্রবৃদ্ধির হার ৬.৫১ শতাংশ। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে পরিবহণ, সংরক্ষণ ও যোগাযোগ খাতের অবদান ও প্রবৃদ্ধির হার ছিল যথাক্রমে ১১.৫৩ শতাংশ ও ৫.৯৬ শতাংশ। বর্তমান বিশ্বায়ন ও বাজার অর্থনীতির প্রেক্ষাপটে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পরিবহণ ও নেটওয়ার্কের সাথে বাংলাদেশের যুক্ত থাকার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। এ জন্য একটি উপযোগী, উন্নত এবং সুসমন্বিত পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তুলে পরিবহণ ও যোগাযোগ খাতের উন্নয়ন অব্যাহত রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ গুরুত্বের নিরিখে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এবং সংস্থাসমূহ তাদের উন্নয়নমূলক তৎপরতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি অব্যাহত রেখেছে।

ক. সড়ক যোগাযোগ

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর (সওজ)

যাত্রী ও মালামাল পরিবহণের দিক থেকে সড়ক অবকাঠামো অন্যতম ভূমিকা পালন করছে। সড়ক ও জনপথ (সওজ) অধিদপ্তর -এর ব্যবস্থাপনায় বর্তমানে বিভিন্ন শ্রেণির মোট প্রায় ২১,৩০২ কিলোমিটার সড়ক আছে। মোট সড়ক নেটওয়ার্কের মধ্যে জাতীয় মহাসড়ক ৪,২৪৭ কিলোমিটার (১৮%), আঞ্চলিক মহাসড়ক ৪,২৪৭ কিলোমিটার (২০%) এবং বিভিন্ন প্রকারের ফিডার/জেলা সড়ক ১৩,২৪২ কিলোমিটার (৬২%)। এছাড়া, সওজ-এর আওতায় সড়ক নেটওয়ার্কে বিভিন্ন প্রকারের ৪,৫০৭ টি সেতু এবং ১৩,৭৫১ টি কালভার্ট রয়েছে। পাশাপাশি, বর্তমানে ৪১টি ফেরীঘাট দিয়ে ১২৪টি বিভিন্ন ধরনের ফেরী যান ও ১৫৭টি পন্টুন এর মাধ্যমে ফেরী সার্ভিস প্রদান করা হচ্ছে। সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের অধীন বিভিন্ন শ্রেণির সড়ক পথের বিবরণ সারণি ১১.১ -এ দেয়া হলোঃ

সারণি ১১.১ সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের অধীন বিভিন্ন শ্রেণির সড়ক পথের বিবরণ

(কিলোমিটার)

অর্থবছর	জাতীয় মহাসড়ক	আঞ্চলিক মহাসড়ক	ফিডার/জেলা রোড	মোট
২০০৭	৩৫৭০	৪৩২৩	১৩৬৭৮	২১৫৭১
২০০৮	৩৫৭০	৪৩২৩	১৩৬৭৮	২১৫৭১
২০০৯	৩৪৭৭	৪১৬৫	১৩২৪৮	২০৮৯০
২০১০	৩৪৭৮	৪২২২	১৩২৪৮	২০৯৪৮
২০১১	৩৪৯২	৪২৬৮	১৩২৮০	২১০৪০
২০১২	৩৫৩৮	৪২৭৬	১৩৪৫৮	২১২৭২
২০১৩	৩৫৩৮	৪২৭৮	১৩৬৩৮	২১৪৫৪
২০১৪	৩৫৩৮	৪২৭৮	১৩৬৩৮	২১৪৫৪
২০১৫	৩৫৪৪	৪২৭৮	১৩৬৫৯	২১৪৮১
২০১৬	৩৮১৩	৪২৪৭	১৩২৪২	২১৩০২

উৎসঃ সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়।

২০১৫-১৬ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)-তে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের অধীনে ১১৬টি বিনিয়োগ প্রকল্প ও ৪টি কারিগরি সহায়তা প্রকল্পসহ মোট ১২০টি উন্নয়ন প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সর্বশেষ বরাদ্দ অনুযায়ী ১২০টি উন্নয়ন প্রকল্পে সর্বমোট অর্থায়নের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৫,৪২৯.৫৪ কোটি টাকা। এর মধ্যে বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়ন ৪,৪০৩.৩১ কোটি টাকা এবং প্রকল্প সাহায্যের পরিমাণ ১,০২৬.২৩ কোটি টাকা।

২০১৫-১৬ অর্থবছরের উন্নয়ণ ও অনুন্নয়ন খাতের আওতায় ৮০ কিলোমিটার জাতীয় মহাসড়ক ৪ লেইনে উন্নীতকরণ এছাড়া, ১৭৫ কিলোমিটার মহাসড়ক নতুন নির্মাণ, ২২ কিলোমিটার ভূমি অধিগ্রহন, ১০৫ কিলোমিটার মহাসড়ক মজবুতকরণ, ২৪০ কিলোমিটার মহাসড়ক প্রশস্তকরণ, ৬৫ কিলোমিটার মহাসড়ক পুনঃনির্মাণ, ২,০০০ কিলোমিটার মহাসড়ক সার্ফেসিং এবং ৬,৬০০ মিটার সেতু ও কালভার্ট নির্মাণ/পুনঃনির্মাণের লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। পরিবহন সেক্টরে সরকারি খাতের পাশাপাশি বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণের মাধ্যমে সড়ক নেটওয়ার্ক উন্নয়নের লক্ষ্যে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতায় পিপিপি ভিত্তিতে বাস্তবায়নের জন্য তালিকাভুক্ত ১৩টি প্রকল্পের মধ্যে ৬টি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ হাতে নেয়া হয়েছে। এর মধ্যে জয়দেবপুর-দেবগ্রাম-ভূলতা-মদনপুর (ঢাকা বাইপাস) মহাসড়ক (এন-১০৫), ঢাকা-চট্টগ্রাম এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ,হাতিরঝিল-রামপুরা-বনশ্রী আইডিয়েল স্কুল এন্ড কলেজ-শেখের জায়গা-আমুলিয়া-ডেমরা মহাসড়ক (চিটাগাং রোড মোড় এবং তারাবো লিংক মহাসড়ক) প্রকল্পের বিনিয়োগকারী নির্বাচনের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

মহাসড়কসমূহে বিদ্যমান টোল আদায়ের হার যুগোপযোগী করে 'টোল নীতমালা-২০১৪' গত ১১ জানুয়ারি, ২০১৫ তারিখ হতে কার্যকর করা হয়। সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের মালিকানাধীন সাময়িক অব্যবহৃত ভূমি ও স্থাপনার সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের 'ভূমি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০১৫' গত ১ নভেম্বর, ২০১৫ তারিখ হতে কার্যকর করা হয়। ইতোপূর্বে সড়কের মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সময়োচিত ও অব্যাহত অর্থ যোগান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে 'সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ তহবিল বোর্ড আইন-২০১৩' অনুমোদিত হয়। উক্ত আইন মোতাবেক বিধি প্রণয়ন ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম গ্রহণের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। সম্প্রতি সওজ অধিদপ্তরের অধীনে গৃহীত ১৬৫ কোটি টাকা ব্যয়ে Improvement of Road Safety at Black Spots on

National Highways শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতীয় মহাসড়কের ১৪৪টি Black Spot উন্নয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ ট্রাফিক যাত্রা স্থানে (Place of traffic origin) ওজন পরিমাপক সেতু স্থাপনের (Installation of weigh-bridge) মাধ্যমে ওভারলোড নিয়ন্ত্রণ এবং সড়কের সাইন-সিগন্যাল ব্যবস্থা উন্নতকরণ কর্মসূচি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। সড়কে ক্ষয়ক্ষতি হ্রাসের লক্ষ্যে সড়ক নেটওয়ার্কে ৭টি ওভারলোড কন্ট্রোল ষ্টেশন স্থাপন করে মোটরযানের এক্সেললোড নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র পরিচালনা সংক্রান্ত নীতিমালা, ২০১২ অনুযায়ী পরিচালনা করা হচ্ছে। সড়ক নেটওয়ার্কের গুরুত্বপূর্ণ আরও ৮টি স্থানে এক্সেললোড কন্ট্রোল ষ্টেশন স্থাপনের কার্যক্রম চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)

দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ও দারিদ্র বিমোচনে পল্লী অঞ্চলে উন্নত অবকাঠামোর ভূমিকা অনস্বীকার্য। স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) দেশের সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে শক্তিশালীকরণ, ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ অবকাঠামোসহ পল্লী ও শহরাঞ্চলে অবকাঠামো উন্নয়ন, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের পৌরসভায় অবকাঠামো উন্নয়ন, পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে জাতীয় কর্মসূচি বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। দেশের পল্লী অঞ্চলের সুষম উন্নয়নের লক্ষ্যে এলজিইডি কর্তৃক পল্লী অবকাঠামোসহ অন্যান্য কার্যক্রম সফল বাস্তবায়নের জন্য ২০০৫-২০২৫ সাল মেয়াদে একটি দীর্ঘমেয়াদি মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন ও তদানুযায়ী কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

অবকাঠামো উন্নয়নে বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব অর্থায়ন ও উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার সহায়তায় এলজিইডি বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে থাকে। এলজিইডি তার সূচনালগ্ন হতে ২০১৫-১৬ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ পর্যন্ত প্রায় ৯৭,৫৯৭ কিঃমিঃ (উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রামীণ) সড়ক নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ/পুনর্বাসনসহ উক্ত সড়কে ১২,৯১,৭০৩ মিটার ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ/ পুনর্নির্মাণ/পুনর্বাসন করেছে। এছাড়াও ১,৯৩৬ টি গ্রোথ-সেন্টার, ১,৯৯১ টি গ্রামীণ হাট বাজার উন্নয়ন, ২৪,৩৫৪ কিঃমিঃ সড়কে বৃক্ষরোপণ, ২,৮৩০ টি ইউনিয়ন পরিষদ কমপেক্স ভবন নির্মাণ করেছে। ২০১৫-১৬ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ পর্যন্ত এলজিইডি কর্তৃক পরিবহণ অবকাঠামো উন্নয়নে গৃহীত কর্মসূচিসমূহ সারণি ১১.২ এ দেখানো হলোঃ

সারণি ১১.২ এলজিইডি'র অধীনে পরিবহণ অবকাঠামোগত উন্নয়ন

কার্যক্রম	জুন ২০০৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত	২০০৭-০৮	২০০৮ -০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৪-১৫*	ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত
মাটির রাস্তা নির্মাণ/ পুনর্নির্মাণ/ পুনর্বাসন (কিঃমিঃ)	৬৪৬৪৯	-	-	-	-	-	-	-	-		৬৪৬৯১
পাকা রাস্তা নির্মাণ/ পুনর্নির্মাণ/ পুনর্বাসন (কিঃমিঃ)	৫৬৫৮৬	৩৭৬৯	৩২৭৭	৪০২৩	৪৬১৪	৪৯০৫	৬৬৩৯	৬৫৪৮	৩৬৮৬	৩৫২০	৯৭৫৯৭
ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ (মিটার)	৯৬৪৯১৯	২৯৬০০	৩৩৮০০	২৯৩৬৩	৩৮৫০২	২৬৪১৫	২৭০৫৭	৩২৭০৭	১৯১৬২	১৪০২৯	১২৯১৭০৩

উৎসঃ এলজিইডি। * ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ পর্যন্ত।

এলজিইডি'র পানি সম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রমের আওতায় ২০০৯ সাল থেকে এ পর্যন্ত ২৩৩টি উপ-প্রকল্পের মাধ্যমে ১,৮১,৮৮৭ হেক্টর জমির জলাবদ্ধতা দূরীকরণ, পানি সংরক্ষণ, সেচ সুবিধা ও সেচ এলাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে। এক্ষেত্রে বছরব্যাপী প্রবাহমান ক্ষুদ্র ও মাঝারি নদীতে ২০টি রাবার ড্যাম তৈরি করে নতুন প্রযুক্তি প্রয়োগ এবং পরিবেশ বান্ধব সেচ সুবিধা বৃদ্ধির পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। এছাড়া, অধিদপ্তরের আওতায় জেলা উপজেলা পর্যায়ে পৌরসভাসহ নগর অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য ২২টি প্রকল্প চলমান আছে। ঢাকা শহরের যানজট মুক্তকরণের লক্ষ্যে ২টি ফ্লাইওভার নির্মাণের কাজ হাতে নেয়া হয়েছে। মগবাজার মৌচাক ফ্লাইওভার নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় নির্মাণাধীন ৮.২৫কিঃমিঃ দৈর্ঘ্য ফ্লাইওভার এবং খিলগাঁও ফ্লাইওভারের পুল নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় ৬২০ মিঃ দৈর্ঘ্য লুপের কাজের অগ্রগতি হয়েছে যথাক্রমে ৫৫ শতাংশ ও ১০০ শতাংশ।

বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ)

সড়ক পরিবহণ খাতের সার্বিক তত্ত্বাবধান, ব্যবস্থাপনা ও সুষ্ঠু নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে ১৯৮৮ সাল থেকে বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অথরিটি (বিআরটিএ) কাজ করে আসছে। দেশের যান্ত্রিক যানবাহনের রেজিস্ট্রেশন, উপযুক্ত সনদ প্রদান মোটরযান অধ্যাদেশে বর্ণিত অন্যান্য রেগুলেটরি দায়িত্ব বিআরটিএ'র উপর ন্যস্ত। প্রতিষ্ঠানটি ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ১,২৪৯ কোটি টাকা রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৯৫৫ কোটি টাকা রাজস্ব আদায় করা হয়েছে যার লক্ষ্যমাত্রা ৭৯ শতাংশ। চলতি ২০১৫-১৬ অর্থবছরের ১,২৯৯ কোটি টাকা রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ পর্যন্ত ১,১০৮ কোটি টাকা রাজস্ব আদায় করা হয়েছে যার লক্ষ্যমাত্রা ৮৫ শতাংশ। ২০০৫-০৬ থেকে ২০১৫-১৬ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ পর্যন্ত বিআরটিএ-এর রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা ও প্রকৃত আদায় সারণি ১১.৩ -এ দেখানো হলোঃ

সারণি ১১.৩ বিআরটিএ-র রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা ও আদায়

(কোটি টাকায়)

অর্থবছর	লক্ষ্যমাত্রা	আদায়	আদায়ের শতকরা হার (%)
২০০৫-০৬	৩২৬	৩৩৫	১০২.৭৬
২০০৬-০৭	৩৮২	৪০১	১০৪.৯৭
২০০৭-০৮	৪৪১	৪৯০	১১১.১১
২০০৮-০৯	৫৫০	৬৪৭	১১৭.৬৪
২০০৯-১০	৬৬০	৬৪২	৯৭.৩৪
২০১০-১১	৮৭০	৬৮৫	৭৮.৭৪
২০১১-১২	৯০০	৬৪২	৭১.৩৪
২০১২-১৩	১১০০	৭৭০	৭০.০০
২০১৩-১৪	১১৫৬	৯৫২	৮৪.০০
২০১৪-১৫	১২৪৯	৯৫৫	৭৯.০০
২০১৫-১৬	১২৯৯	১১০৮	৮৫.০০

উৎসঃ বিআরটিএ। * ফেব্রুয়ারি,২০১৬ পর্যন্ত।

বিআরটিএ কর্তৃক রাজস্ব আদায়ের পাশাপাশি পরিবহন সেক্টরের সার্বিক উন্নয়নে ও ব্যবস্থাপনায় শৃংখলা ও গতি আনা, পরিবেশ দূষণরোধে এবং যানজট নিরসনে নিম্নলিখিত ব্যবস্থাসমূহ গ্রহণ করা হয়েছেঃ

- National Road Safety Action Plan, ২০১৪-২০১৬ প্রণয়ন করা হয়েছে।
- সড়ক দুর্ঘটনা হ্রাসকল্পে ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ১৭,৭৩৪ জন পেশাজীবী গাড়িচালককে সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক স্বল্পমেয়াদী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ২০১৫-১৬ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ১৯টি জেলা সার্কেলে ৩,৪৪৬ জন পেশাজীবী গাড়ীচালককে এ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- যানবাহনের ক্ষতিকর কালো ধোঁয়া হতে পরিবেশকে রক্ষার জন্য মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে ক্ষতিকর কালো ধোঁয়া নির্গমনকারী যানবাহনসমূহকে চিহ্নিত করে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়ার কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।
- নভেম্বর ২০১২ হতে চালু হওয়ার পর থেকে ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ পর্যন্ত মোট ১১,৫৮,৮২৮ সেট রেট্রো রিফ্লেক্টিভ (আরএফআইডি) নাম্বার প্লেট ও ট্যাগ তৈরি করা হয়েছে এবং ৮,১২,৬৬১ সেট গাড়িতে সংযোজন করা হয়েছে। এ কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।
- ২০১৫-১৬ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ২,০৯,২৮৫টি ইলেক্ট্রনিক চিপযুক্ত ডিজিটাল স্মার্ট কার্ড ড্রাইভিং লাইসেন্স তৈরি ও বিতরণ করা হয়েছে।
- ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন ও ফিটনেস সার্টিফিকেট চালু করা হয়েছে।
- অন-লাইন ব্যাংকিং ব্যবস্থায় মোটরযানের কর ও ফি আদায় কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

- ট্যাক্সি ক্যাব সার্ভিস এর দৈন্যদশা দূর করে 'ট্যাক্সি-ক্যাব সার্ভিস গাইড লাইন-২০১৪' এর আলোকে আধুনিক, যুগপোযোগী ও পরিবেশবান্ধব ট্যাক্সি-ক্যাব সার্ভিস চালু করা হয়েছে।
- বিআরটিএ'র বিভিন্ন ডিজিটাল সার্ভিস (অনলাইন ব্যাংকিং, ডিজিটাল ড্রাইভিং লাইসেন্স, ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট, বিআরটিএ ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম ইত্যাদি) এর ডাটাসমূহ আন্তর্জাতিক মানের কেন্দ্রীয় ডাটা সেন্টারে (ব্যাক-আপসহ) নিরাপদ ও সুরক্ষিত রাখার নিমিত্তে কেন্দ্রিয় ডাটা সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে।
- বিআরটিএ'র ইনফরমেশন সিস্টেমের মাধ্যমে মোটরযানের রেজিস্ট্রেশন প্রদান, ট্যাক্স টোকেন, ফিটনেস সার্টিফিকেট, রুট পারমিট ইত্যাদি ইস্যু/নবায়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

বাংলাদেশ সড়ক পরিবহণ কর্পোরেশন (বিআরটিসি)

দেশে একটি সুষ্ঠু পরিবহণ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠাকল্পে ১৯৬১ সালে এক অধ্যাদেশ বলে বিআরটিসি প্রতিষ্ঠিত হয়। পরিবহণের ক্ষেত্রে মান ও ভাড়া নিয়ন্ত্রণ এবং তুলনামূলকভাবে উন্নত ও মানসম্মত পরিবহণ সেবা প্রদানের লক্ষ্যে দেশে সাশ্রয়ী মূল্যে দ্রুত, দক্ষ, আরামপ্রদ, আধুনিক ও নিরাপদ সড়ক পরিবহণ ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণে এ সংস্থা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। সারণি ১১.৪ -এ ২০০৫-০৬ হতে ২০১৫-১৬ অর্থবছরের জানুয়ারি, ২০১৬ পর্যন্ত বাংলাদেশ সড়ক পরিবহণ কর্পোরেশনের রাজস্ব আয়-ব্যয়ের বিবরণ দেয়া হলোঃ

সারণি ১১.৪ বিআরটিসি'র রাজস্ব আয় ব্যয়

(কোটি টাকায়)

অর্থ বছর	আয়	পরিচালন ব্যয়	পরিচালন উদ্বৃত্ত
২০০৫-০৬	৮৮.৩২	৭৮.৫৮	৯.৭৩
২০০৬-০৭	৯২.৫২	৮৫.৯৬	৬.৫৬
২০০৭-০৮	১০৫.২৭	৯৫.৮৮	৯.৩৯
২০০৮-০৯	৯৯.৬৩	৯৪.৮৮	৪.৭৫
২০০৯-১০	৯৮.৮১	৯১.৩১	৭.৫০
২০১০-১১	১১৫.১১	১০৯.৮৪	৫.২৭
২০১১-১২	১৭৩.৬০	১৭১.৯০	১.৭০
২০১২-১৩	২০১.৭০	১৯৮.৪৮	৩.২২
২০১৩-১৪	২৪৩.১১	২৩৩.৫৩	৯.৫৪
২০১৪-১৫	২৩৪.০৭	২৩০.৫১	৩.৫৬
২০১৫-১৬*	১৫৬.৫৮	১৪৯.৪৮	৭.১০

উৎসঃ বিআরটিসি। * জানুয়ারি, ২০১৬ পর্যন্ত ।

বিআরটিসির উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহের অগ্রগতি

- বর্তমানে বিআরটিসি'র যানবহরে মোট ১,৫৩৩টি বাস ও ১৩৮টি ট্রাক রয়েছে। এর মধ্যে যাত্রী সেবার মান বৃদ্ধি ও যাত্রীদের যাতায়াতের সুবিধার্থে ২০১০-২০১৩ সাল পর্যন্ত বিআরটিসির বাস বহরে বিভিন্ন ধরনের ৯৫৮টি নতুন বাস সংযোজিত হয়েছিল। বর্তমানে বিআরটিসি-তে মোট ১৯টি বাস ও ২টি ট্রাক ডিপো ।
- বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীদের যাতায়াতের সুবিধার্থে বিআরটিসি'র বাস বহর হতে মোট ৪৯টি বাস মোট ২৭টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে অনুদান হিসেবে প্রদান করা হয়েছে।
- মানবসম্পদ উন্নয়ন এবং বেকারত্ব নিরসনের লক্ষ্যে দেশের বেকার যুব সম্প্রদায় এবং দুঃস্থ মহিলাদের মোটর ড্রাইভিং, মোট মেকানিক ও ওয়েলডিং ইত্যাদি বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে দেশের বিভন্ন জেলায় বিআরটিসি'র ১৭টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র পরিচালিত হচ্ছে। এসব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে ২০১৪-১৫ ও ২০১৫-১৬ (জানুয়ারি ২০১৬ পর্যন্ত) অর্থবছরে পুরুষ ও মহিলা মিলে যথাক্রমে ৭,৬৪৫ ও ৪,০৫৩ জন প্রশিক্ষণার্থীদেরকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।

- বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীসহ বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের স্টাফদের যাতায়াতের সুবিধার্থে মোট ৪৬টি প্রতিষ্ঠানের বিপরীতে ২৩৫টি বাস স্টাফ বাস পরিচালিত হচ্ছে। পাশাপাশি, কোমলমতি শিশুদের যাতায়াতের সুবিধা নিশ্চিতকল্পে মিরপুর-আজিমপুর রুটে ৪টি স্কুল বাস ২৬টি প্রতিষ্ঠানের বিপরীতে নিয়মিত চলাচল করছে।
- ঢাকা শহরের বিভিন্ন রুটে কর্মজীবী মহিলাদের যাতায়াতের জন্য বিআরটিসি মহিলা বাস সার্ভিস চালু করেছে। বর্তমানে কর্মজীবি মহিলা ছাড়াও শুধুমাত্র মহিলাদের জন্য ১৭টি মহিলা বাস সার্ভিস ঢাকার ১৫টি রুটে পরিচালিত হচ্ছে।
- বর্তমানে বিআরটিসি'র যানবাহণের সংখ্যা অনেক বৃদ্ধির পাশাপাশি ঢাকাসহ দেশের অন্যান্য অঞ্চলে পূর্বের চেয়ে প্রায় ২০ শতাংশ বেশি রুট বিআরটিসি যাত্রী সেবার আওতায় আনা হয়েছে। ঢাকা ও ঢাকার বাইরে মোট ৩৬৬টি রুটে (স্টাফ বাসের রুটসহ) বিআরটিসি বাস চলাচল করছে।

ঢাকা পরিবহণ সমন্বয় কর্তৃপক্ষ (ডিটিসিএ)

ঢাকা মহানগরীর পরিবহণ ব্যবস্থাকে সুষ্ঠু, পরিকল্পিত, সমন্বিত ও আধুনিকীকরণ করার লক্ষ্যে ঢাকা উত্তর, ঢাকা দক্ষিণ, গাজীপুর ও নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন এবং ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, গাজীপুর ও নরসিংদী জেলা এলাকা নিয়ে ঢাকা পরিবহণ সমন্বয় কর্তৃপক্ষ (ডিটিসিএ) গঠন করা হয়েছে। বর্তমানে এ কর্তৃপক্ষের আওতাভুক্ত এলাকার আয়তন ৭,৪০০ বর্গ কিলোমিটার। ডিটিসিএ-এর উল্লেখযোগ্য কার্যাবলী হচ্ছে-ঢাকা মহানগরীর যানজট নিরসনকল্পে কৌশলগত পরিকল্পনা এবং আন্তঃকর্তৃপক্ষ সহযোগিতা ও সমন্বয় করা, ঢাকায় একটি নিরাপদ সমন্বিত পরিবহণ ব্যবস্থা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ভূমি ব্যবহারকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান, জনসেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান ও পরিবহণ সংশ্লিষ্ট সকলকে পরামর্শ প্রদান এবং এ উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ, বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ ও সংস্থার বাস্তবায়িতব্য পরিবহণ সংশ্লিষ্ট প্রকল্পসমূহের চূড়ান্ত নকশা অনুমোদন, সমন্বয় ও পরিবীক্ষণ প্রভৃতি।

ডিটিসিএ'র উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহের অগ্রগতি

- **Mass Rapid Transit (MRT) Line-6**: ঢাকা মহানগরীর যানজট নিরসনে ২১,৯৮৫.০৭ কোটি টাকা ব্যয়ে ডিসেম্বর, ২০১২-এ উত্তরা-বাংলাদেশ ব্যাংক পর্যন্ত ২০.১ কিলোমিটার দীর্ঘ এলিভেটেড MRT Line-6 (মেট্রোরেল) নির্মাণ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। এটি হবে বাংলাদেশের ১ম দ্রুতগতি ও উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন গণপরিবহন ব্যবস্থা। এটি বাস্তবায়িত হলে প্রতি ঘন্টায় উভয়দিকে প্রায় ৬০ হাজার যাত্রী পরিবহণ করা সম্ভব হবে। শতভাগ সরকারি মালিকানাধীন Dhaka Mass Transit Company Limited (DMTCL) মেট্রোরেলের পরিচালনা, ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণ করবে। আগামি ২০১৯ সালের মধ্যে মেট্রোরেল (লাইন-৬) চালু করার লক্ষ্যে পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। MRT Line-6 (মেট্রোরেল) বাস্তবায়নের সর্বশেষ অগ্রগতি নিম্নরূপঃ
    - Mass Rapid Transit (MRT) Line-6 বা মেট্রোরেল এর Detailed Engineering Design, Construction Supervision ও Procurement Works এর কার্যক্রম General Consultant (GC) কর্তৃক কার্যক্রম শুরু;
    - Route Alignment-এর Topographic Survey, Traffic Survey, Geotechnical Survey এর কার্যক্রম সম্পন্ন;
    - মেট্রোরেলের ডিপো নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় ২২ হেক্টর ভূমি রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ থেকে বরাদ্দকরণ সম্পন্ন;
    - Basic Design-এর কাজ সম্পন্ন এবং Detail Design-এর কাজ প্রক্রিয়াধীন;
    - Right of Way (RoW) Survey, Historical Importance/Archaeological Survey, Environmental Baseline Survey এবং Utility Survey এর কার্যক্রম চলমান;

- Institutional Development Consultant (IDC) হিসেবে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান Oriental Consultant Ltd, Japan চুক্তি স্বাক্ষর এবং কার্যক্রম শুরু;
- Resettlement Assistant Consultant (RAC) নিয়োগের জন্য জন্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠান CCDB (Christian Commission for Development in Bangladesh)-এর চুক্তি স্বাক্ষর;
- মেট্রোরেল আইন, ২০১৫ বাংলাদেশ-এর গেজেট প্রকাশ।

- **Bus Rapid Transit (BRT) Line-3:** ঢাকা শহরের গণ-পরিবহন উন্নয়নের লক্ষ্যে এবং কৌশলগত পরিবহন পরিকল্পনার (STP) আলোকে বিশ্বব্যাংক সহায়তাপুষ্ট Clean Air Sustainable and Environment Project (CASE) প্রকল্পের আওতায় হযরত শাহজালাল (রঃ) বিমানবন্দর হতে মহাখালী-মগবাজার-রমনা-গুলিস্তান-নয়াবাজার-ঝিলমিল পর্যন্ত Bus Rapid Transit বা BRT Line-3 বাস্তবায়নে রুটের সমীক্ষা ও প্রাথমিক নকশার কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এর Detail Engineering Design কার্যক্রম চলমান রয়েছে। BRT Line-3 এর দৈর্ঘ্য প্রায় ২২.৪ কিলোমিটার এবং প্রস্তাবিত ষ্টেশনের সংখ্যা ১৬টি। BRT Line-3 বাস্তবায়িত হলে উভয় দিকে ২০ হাজার লোক প্রতি ঘন্টায় বিশেষ উন্নত মানের বাসের মাধ্যমে গন্তব্য স্থলে যাতায়াত করতে পারবে। এছাড়া, এডিবি'র অর্থায়নে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর কর্তৃক গাজীপুর হতে বিমান বন্দর পর্যন্ত ২০ কিলোমিটার বিআরটি নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে। ডিটিসি'র মাধ্যমে বিআরটি প্রকল্প দুটির মধ্যে আন্তঃসংযোগের ব্যবস্থা রাখা হচ্ছে, যাতে নিরবিচ্ছিন্নভাবে গাজীপুর হতে সদরঘাট পর্যন্ত বিআরটি সিস্টেম ব্যবহার করে যাতায়াত করা সম্ভব হয়।
- **Strategic Transport Plan (STP):** ডিটিসিবি এর অধীনে ২০০৫ সালে ২০ বৎসর মেয়াদি Strategic Transport Plan (STP) প্রণয়ন করা হয়। বর্তমানে ডিটিসিএ এর অধিক্ষেত্র বৃদ্ধি পাওয়ায়, দ্রুত নগরায়ন, মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি ইত্যাদি কারণে Strategic Transport Plan (STP) Revision এর লক্ষ্যে কাজ শুরু হয়েছে।
- **Clearing House:** SMART Card দিয়ে একই টিকেটে বিভিন্ন পরিবহন মাধ্যমে স্বাচ্ছন্দ্যে ও নিরবচ্ছিন্নভাবে যাতায়াতের লক্ষ্যে দাতা সংস্থার সহায়তায় e-ticketing এর জন্য ডিটিসিএ-তে Clearing House প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম শুরু হয়েছে। Clearing House Bank, নির্বাচন প্রক্রিয়া শেষ হয়েছে। Rapid Pass এর design অনুমোদন পাওয়া গেছে; মার্চ ২০১৬ এর মধ্যে ৫০০০ IC Card প্রিন্ট করা হবে।
- **Traffic Management:** ঢাকা শহরের ৪টি স্থানে ইন্টারসেকশনের উন্নয়নে এবং ITS ব্যবহারের মাধ্যমে যানজট নিরসনের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট স্থানে Traffic Management একটি পাইলট প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে। ইতিমধ্যে পল্টন, গুলশান-১, গুলিস্তান, মহাখালী মোট ৪টি ইন্টারসেকশন চিহ্নিত করা হয়েছে।
- ঢাকা শহরের ট্রাফিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়নের লক্ষ্যে Traffic Circulation Examining Committee ও Traffic Management Committee গঠন করা হয়েছে।

সেতু বিভাগ

যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের অধীনে সৃষ্ট সেতু বিভাগের মূল কাজ হলো ১,৫০০ মিটার ও তদুর্ধ্ব দৈর্ঘ্যের সেতু ও টানেল নির্মাণ এবং টোল সড়ক, ফ্লাইওভার, এক্সপ্রেসওয়ে, কজওয়ে, লিংক রোড ইত্যাদি নির্মাণ এবং রক্ষণাবেক্ষণ করা। সেতু বিভাগের আওতায় একমাত্র সংস্থা ''বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ'' এর উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ নিম্নরূপঃ

বঙ্গবন্ধু সেতু

১৯৯৮ সালে যমুনা নদীর উপর ৩,৭৪৫.৬০ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত ৪.৮ কি.মি. দৈর্ঘ্যের বঙ্গবন্ধু সেতু দেশের উত্তরাঞ্চলে যোগাযোগের ক্ষেত্রে এক নতুন মাইলফলক। এ সেতুর উপর দিয়ে সড়ক ও রেলপথের সুবিধা ছাড়াও বিদ্যুৎ, গ্যাস এবং ফাইবার অপটিক টেলিফোন লাইন স্থাপিত হয়েছে। সেতুটি নির্মাণের ফলে যাতায়াত ব্যবস্থা সহজতর হয়েছে। ফলে দেশের উত্তরাঞ্চলে কৃষি

পণ্য উৎপাদন উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং কৃষক তার পণ্যের ন্যায্য মূল্য পাচ্ছে। পাশাপাশি ঐ অঞ্চলে শিল্প প্রতিষ্ঠানও গড়ে উঠছে। এ সেতু থেকে টোল বাবদ রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০০৫-০৬ থেকে ২০১৫-১৬ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ পর্যন্ত এ সেতু হতে টোল বাবদ রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ সারণি ১১.৫ -এ দেখানো হলোঃ

সারণি ১১.৫ বঙ্গবন্ধু সেতু হতে সংগৃহীত টোলের বিবরণ

(কোটি টাকায়)

অর্থবছর	লক্ষ্যমাত্রা	আদায়	আদায়ের হার (%)
২০০৫-০৬	১৩১.১১	১৫৫.৭৪	১১৮.৭৮
২০০৬-০৭	১৪৬.১৯	১৭১.৫০	১১৭.৩১
২০০৭-০৮	১৬৩.০৩	১৯৯.৫৫	১২২.৪০
২০০৮-০৯	১৮১.৫৩	২১২.৪৫	১১৭.০০
২০০৯-১০	২৩০.০০	২৪৩.৯৩	১০৬.০০
২০১০-১১	২৬০.০০	২৬৭.৬৬	১০২.৯৪
২০১১-১২	৩১২.২১	৩০৪.৬৬	৯৭.৫৮
২০১২-১৩	৩৩৫.৪০	৩২৫.২০	৯৬.৯৬
২০১৩-১৪	৩৫৮.৯৮	৩২৩.৩৮	৯০.২৩
২০১৪-১৫	৩৬৫.১৩	৩৪৯.০৮	৯৫.৬০
২০১৫-১৬*	৩৯১.৯৭	২৬৩.৯২	৬৭.৩৩

উৎসঃ বঙ্গবন্ধু সেতু কর্তৃপক্ষ * ফেব্রুয়ারি,২০১৬ পর্যন্ত ।

পদ্মা সেতু

সরকার দেশের সকল অঞ্চলের মধ্যে সুষ্ঠু এবং সমন্বিত যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে মাওয়া-জাজিরা পয়েন্টে ৬.১৫ কিলোমিটার দীর্ঘ পদ্মা সেতু নির্মাণ প্রকল্পকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছে। ২৮,৭৯৩.৩৯ কোটি টাকা ব্যয়ে বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে এখন পর্যন্ত সর্ববৃহৎ এই অবকাঠামোর বাস্তবায়ন কাজ পুরোদমে এগিয়ে চলছে। ৬.১৫ কিলোমিটার দীর্ঘ এই সেতু ২০১৮ সাল নাগাদ যানবাহন পারাপারের জন্য খুলে দেয়া সম্ভব হবে আশা করা যায়। এরই অংশ হিসেবে মূল সেতু, নদী শাসন, সেতুর উভয় প্রান্তের সংযোগ সড়ক এবং ব্রিজ এন্ড ফ্যাসিলিটিস-এর বিস্তারিত ডিজাইন চূড়ান্ত করা হয়েছে। পদ্মা সেতু প্রকল্পের গুরুত্বপূর্ণ প্যাকেজসমূহের ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নরূপঃ

- জাজিরা সংযোগ সড়ক নির্মাণ (ভৌত অগ্রগতি ৫৭%), মাওয়া সংযোগ সড়ক নির্মাণ (ভৌত অগ্রগতি ৬৫%), সার্ভিস এরিয়া-২ নির্মাণ (ভৌত অগ্রগতি ৭২%) এর কাজ চলমান রয়েছে।
- মূল সেতু নির্মাণ এর ভৌত অগ্রগতি হয়েছে ২০ শতাংশ। এরমধ্যে মূল সেতুর ১০ টি টেস্ট পাইলের মধ্যে, ভায়াডাক্টের ১৬ টি টেস্ট পাইলের মধ্যে ৭ টি টেস্ট পাইল ড্রাইভ সম্পন্ন হয়েছে; মূল সেতুর দু'টি পিয়ারে ৫ টি পাইলের Bottom Section ড্রাইভ সম্পন্ন হয়েছে; মূল সেতুর মোট ২৮,৮০০মিটার এর মধ্যে ৫,০০০ মিটার স্টীল পাইল ফেব্রিকেশন সম্পন্ন হয়েছে এবং মোট ১,২৯,০০০ টন স্টীলপ্লেটের মধ্যে ৩৯,৩০০ টন স্টীলপ্লেট ইতোমধ্যে সাইটে পৌঁছেছে। চীনে সুপার স্ট্রাকচার এর 3D Assembling কাজ চলমান আছে। মূল সেতুর alignment বরাবর ১৫০মি. প্রশস্ত করে চ্যানেল তৈরির কাজ শেষ পর্যায়ে।
- নদীশাসন কাজের ভৌত অগ্রগতি হয়েছে ১৫.৫ শতাংশ। কংক্রিট ব্লক কাস্টিং, জিও ব্যাগ ডাম্পিং ও ড্রেজিং-এর কাজ চলমান রয়েছে। মোট ১,৩৩,০১,২৪৮ টি কংক্রিট ব্লকের মধ্যে ২২,৫০,০০০ টি কংক্রিট ব্লক কাস্টিং সম্পন্ন হয়েছে। তাছাড়া মোট ২,১২,৭৫,০০০ টি জিও ব্যাগের মধ্যে ৮৫০,০০০ টি জিও ব্যাগ ডাম্পিং সম্পন্ন হয়েছে। জাজিরা প্রান্তে ৮৫০মিঃ থেকে ৩৫০মিঃ পর্যন্ত permanent dredging এর কাজ চলমান আছে এবং মাওয়া প্রান্তে ৪০০মিঃ থেকে ৫০মিঃ পর্যন্ত permanent dredging এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

- পুনর্বাসন খাতে ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ পর্যন্ত ৫৬৯.৪ কোটি টাকা অতিরিক্ত সহায়তা বাবদ ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিবর্গের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। পুনর্বাসন সাইটগুলোতে ফেব্রুয়ারি,২০১৬ পর্যন্ত ১,৪৭৫ টি প্লট ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে হস্তান্তর করা হয়েছে। এদের মধ্যে ৪০৫ ভূমিহীন (ক্ষতিগ্রস্থ) পরিবারকে বিনামূল্যে প্লট প্রদান করা হয়েছে।
- পদ্মা সেতুর উভয় প্রান্তে পুনর্বাসন ও সার্ভিস এরিয়া এলাকাগুলোতে ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ পর্যন্ত সর্বমোট ৭০,৪৫২ টি গাছ লাগানো হয়েছে।

পদ্মা সেতু নির্মিত হলে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ১৯টি জেলা রাজধানী ঢাকা ও পূর্বাঞ্চলের সঙ্গে সংযুক্ত হবে। এছাড়া, মাওয়া-জাজিরা অবস্থানে প্রস্তাবিত এ সেতু এশিয়ান হাইওয়ে (AH-1)-তে অবস্থিত হওয়ায় বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ যাতায়াত ব্যবস্থার পাশাপাশি দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলের দেশগুলোর মধ্যে যাতায়াত ব্যবস্থায় যুগান্তকারী পরিবর্তনের সুযোগ সৃষ্টি হবে। সেতুটির নির্মাণকাজ সম্পন্ন হলে যাতায়াতের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার পাশাপাশি এ সেতু উৎপাদন বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, আয় বৃদ্ধি এবং দারিদ্র নিরসনসহ জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখবে।

ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে

ঢাকা শহরের যানজট নিরসনে হযরত শাহ জালাল (রহঃ) আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর হতে ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়কের কুতুবখালী পর্যন্ত ৮,৯৪০.১৮ কোটি টাকা ব্যয়ে মোট ৪৬.৭৩ কিলোমিটার দীর্ঘ ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে পিপিপি ভিত্তিতে নির্মাণে বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান “Italian-Thai Development Public Company Limited” এর সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। ইতোমধ্যে ৯০ টি পাইল ড্রাইভ সম্পন্ন হয়েছে । এ এক্সপ্রেসওয়ের নির্মাণ কাজ আগামী ২০১৯ সালে শেষ হবে আশা করা যায়। এছাড়া, ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মিত হলে এ এক্সপ্রেসওয়ে দিয়ে উঠা-নামা জন্য ঢাকা শহরে বিভিন্ন স্থানে আরও প্রায় ৪৭ কি.মি. নতুন সড়ক যোগ হবে।

কর্ণফুলী নদীর তলদেশে টানেল

চট্টগ্রাম শহরের পশ্চিম অংশের সাথে পূর্ব অংশের সংযোগ স্থাপন, ঢাকা-চট্টগ্রাম-কক্সবাজার সরাসরি সড়ক যোগাযোগ সহজিকরণ ও যানজট নিরসনসহ চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দর এবং প্রস্তাবিত সোনাদিয়া গভীর সমুদ্র বন্দরের পণ্য পরিবহনের লক্ষ্যে কর্ণফুলি নদীর তলদেশে ৮,৪৪৬.৪৬ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রায় ৩.৪০কিলোমিটার দীর্ঘ টানেল নির্মাণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। বর্তমানে প্রকল্পের ভূমি অধিগ্রহণ ও ডিজাইন প্রণয়নের কাজ চলছে।

বিআরটি লেন নির্মাণ (এলিভেটেড অংশ)

২,০৩৯.৮৪ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ‘সাসটেইনেবল আরবান ট্রান্সপোর্ট প্রজেক্ট’ এর আওতায় গাজীপুর হতে শাহাজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর পর্যন্ত ২০ কিলোমিটার দীর্ঘ Bus Rapid Transit বা BRT লেন নির্মাণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এর মধ্যে ৪.৫ কিলোমিটার দীর্ঘ এলিভেটেড অংশ সেতু বিভাগের অধীনস্থ সংস্থা বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ বাস্তবায়ন করবে। ইতোমধ্যে এলিভেটেড অংশের বিস্তারিত ডিজাইন সম্পন্ন হয়েছে।

ঢাকা-আশুলিয়া এবং ঢাকা ইস্ট ওয়েস্ট এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ

হযরত শাহ জালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর হতে আশুলিয়া হয়ে চন্দ্রা পর্যন্ত প্রায় ৩৮ কিলোমিটার দীর্ঘ ঢাকা-আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণে প্রাক-সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে এবং সম্ভাব্যতা সমীক্ষা চলমান রয়েছে। এটি জি-টু-জি ভিত্তিতে নির্মাণে চীন সরকার কর্তৃক মনোনীত প্রতিষ্ঠান China National Import and Export Corporation (CMC) বাণিজ্যিক প্রস্তাব দাখিল করেছে। এছাড়া সাভারের হেমায়েতপুর হতে সিরাজদিখান হয়ে ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়কের মদনপুর পর্যন্ত প্রায় ৮০ কিলোমিটার দীর্ঘ এলিভেটেড এক্সপ্রেওয়ে নির্মাণে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা শুরু হয়েছে। প্রস্তাবিত এক্সপ্রেসওয়ে দু’টি নির্মিত হলে ঢাকা ও এর পাশ্ববর্তী অংশে যানজট হ্রাস ছাড়াও চট্টগ্রাম, সিলেট সহ পূর্বাঞ্চল এবং পদ্মা সেতু হয়ে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের যানবাহনসমূহ ঢাকা শহরে প্রবেশ না করে সরাসরি উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের জেলাসমূহে এবং উত্তরাঞ্চল থেকে আগত যানবাহনসমূহ ঢাকাকে বাইপাস করে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে সরাসরি যাতায়াত করতে পারবে।

খ. রেল যোগাযোগ

বাংলাদেশ রেলওয়ে রাষ্টীয় মালিকাধীন এবং সরকার পরিচালিত একটি গণপরিবহণ সংস্থা। বাংলাদেশ রেলওয়েকে গণপরিবহনের নির্ভরযোগ্য, সাশ্রয়ী, পরিবেশবান্ধব, যুগোপযোগী ও গণমুখী করার লক্ষ্যে ২০০৯ সাল হতে এ পর্যন্ত ৫৬১৭.৬৮ কোটি টাকা ব্যয়ে ৩৩টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশ রেলওয়েতে ৪৯টি (উপ-প্রকল্পসহ) উন্নয়ন প্রকল্প চলমান রয়েছে। বাংলাদেশ রেলওয়েতে ২০০৯ সাল হতে ২১৭ কিঃমিঃ রেলপথ, ১৪৫টি সেতু, ৫৮টি স্টেশন বিল্ডিং নতুন নির্মাণ এবং ২১৪ কিঃমিঃ রেলপথ ডুয়েলগেজে রূপান্তর করা হয়েছে। এছাড়া, ৯২৫ কিলোমিটার রেলপথ, ৫৩৮টি সেতু, ১৪৫টি স্টেশন বিল্ডিং, ২৬০টি যাত্রীবাহী কোচ, ২৭৭টি ওয়াগন পুনর্বাসন করা হয়েছে। রোলিংস্টকের সমস্যা দূরীকরণের জন্য ২০টি এমজি লোকোমোটিভ, ২৬টি বিজি লোকোমোটিভ, ২০সেট ডিইএমইউ, ১৬৫টি বিজি এবং ৮১টি এমজি ট্যাংক ওয়াগন, কন্টেইনার পরিবহনের জন্য ২৭০টি ফ্ল্যাট ওয়াগন এবং ৩০টি ব্রেক ভ্যান সংগ্রহ করা হয়েছে। চলতি অর্থ বছরে আরও ৬০টি এমজি এবং ৬০টি বিজি যাত্রীবাহী কোচ সরবরাহ পাওয়া যাবে। জনসাধারণের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যে ১০০ টি এমজি লোকোমোটিভ, ৬৫০টি এমজি ও ২২০টি বিজি কোচ সংগ্রহের ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

রেলওয়ে নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণের লক্ষ্যে দোহাজারী-কক্সবাজার-গুনদুম (১২৮ কি:মি:), কালুখালী-ভাটিয়াপাড়া-গোপালগঞ্জ-টুঙ্গিপাড়া (১৩২ কি:মি:), পাঁচুরিয়া-ফরিদপুর-ভাঙ্গা (৬০ কি: মি:), ঈশ্বরদী-পাবনা-ঢালারচর (৭৮.৮০ কি:মি:) এবং খুলনা-মংলা (৬৪.৭৫ কি:মি:) নতুন রেললাইন নির্মাণ/পুনঃনির্মাণের কার্যক্রম চলমান আছে এবং পদ্মা সেতু উদ্বোধন হওয়ার দিন থেকে পদ্মা সেতুর উপর দিয়ে রেল সার্ভিস চালু করার জন্য ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। রেলওয়ের সেবা বৃদ্ধির লক্ষ্যে রংপুর-ঢাকা, ঢাকা-সিলেট এবং ময়মনসিংহ-বঙ্গবন্ধু সেতু পূর্ব সহ বিভিন্ন রুটে মোট ৯৮টি নতুন ট্রেন চালু করা হয়েছে এবং ২৬টি ট্রেনের সার্ভিস বৃদ্ধি করা হয়েছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে ই-টিকেটিং কার্যক্রমের আওতায় মোবাইল ফোন এবং ইন্টারনেটের মাধ্যমে টিকেট প্রাপ্তি এবং ট্রেনের তথ্যাদি জানার সুবিধা চালু করা হয়েছে। এছাড়া, ঢাকা, ঢাকা বিমান বন্দর ও চট্রগ্রাম রেলওয়ে স্টেশন ওয়াই-ফাই নেটওয়ার্কের আওতায় আনা হয়েছে এবং বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্টেশনে যাত্রী সাধারণের নিরাপত্তার জন্য Close Circuit ক্যামেরা স্থাপন করা হয়েছে। ঢাকা-চট্রগ্রাম সহ দেশের গুরুত্বপূর্ণ রেলওয়ে করিডোরকে ডাবল লাইনে উন্নীত করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এ লক্ষ্যে, ইতোমধ্যে লাকসাম-চিনকিআস্তানা এবং টঙ্গী-ভৈরববাজার সেকশন ডাবল লাইনে উন্নীত করা হয়েছে ও এপ্রোচসহ ২য় ভৈরব ও ২য় তিতাস সেতু নির্মাণের কাজ চলমান আছে। এছাড়া, জাইকা অর্থায়নে যমুনা নদীর উপর নির্মিত বঙ্গবন্ধু সেতুর সমান্তরালে ১টি রেল সেতু নির্মাণ এবং ভারতীয় রাষ্ট্রীয় ঋণের আওতায় খুলনা-দর্শনা সেকশন ডাবল লাইনে উন্নীত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ২০০৫-২০০৬ হতে ২০১৫-১৬ পর্যন্ত বাংলাদেশ রেলওয়ের সার্বিক কর্মকান্ডের একটি তথ্য নিম্নের সারণিতে দেয়া হলোঃ

১১.৬ : বাংলাদেশ রেলওয়ের সার্বিক কর্মকান্ড

অর্থবছর	যাত্রী পরিবহণ কিমি হিসাবে (মিলিয়ন)	পণ্য পরিবহণ টন কিমি হিসাবে (মিলিয়ন)	রাজস্ব আয় (কোটি টাকায়)	রাজস্ব ব্যয় (কোটি টাকায়)
২০০৫-২০০৬	৪৩৮৭.৪৪	৮২০.৪৮	৫৫১.২৮	৯৬০.১৭
২০০৬-২০০৭	৪৫৮৬.০৩	৭৭৫.৫৭	৫৫৫.২৪	৯৩৩.১২
২০০৭-২০০৮	৫৬০৯.২৪	৮৬৯.৫০	৬৭৪.২৫	১০৮৮.৫৪
২০০৮-২০০৯	৬৮০০.৭৩	৮০০.১৫	৭৩৭.৯২	১১৭২.৭৪
২০০৯-২০১০	৭৩০৫.০০	৭১০.০০	৬৭৩.১৬	১২৫৭.২০
২০১০-২০১১	৮০৫১.৯২	৭৯২.৬৪	৭৪৭.০৭	১৪৯১.৮২
২০১১-২০১২	৮৭৮৭.২৩	৫৮২.১১	৭২৬.৪২	১৫৬৭.১২
২০১২-২০১৩	৮২৫৩.০০	৫২৫.০০	৮০৪.২৬	১৫৬২.৩৮
২০১৩-২০১৪	৮১৩৫.০০	৬৭৭.৩৫	৮০০.১৭	১৬০১.৬৯
২০১৪-২০১৫	৮৭১১.৩৬	৬৯৩.৮৪	৯৩৫.৪৫	১৮০৮.২৯
২০১৫-২০১৬	৮৫১২.২৯	৬৯২.৯৯	৯৪০.১০	১৮৯৮.৪০

উৎসঃরেলপথ মন্ত্রণালয়।

সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব (পিপিপি) এর আওতায় জয়দেবপুর জেলার ধীরাশ্রমে একটি আইসিডি, অব্যবহৃত রেলভূমির উপর চট্রগ্রামের জাকির হোসেন রোডে ফাইভস্টার হোটেল, মেডিক্যাল কলেজ নির্মাণ ও বিদ্যমান রেলওয়ে হাসপাতাল আধুনিকায়ন এবং চট্রগ্রাম, কুমিল্লা, খুলনায় হোটেল কাম গেস্ট হাউস নির্মাণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

এছাড়াও, রেলওয়ের পরিকল্পিত উন্নয়নের জন্য ২০ বছর মেয়াদি একটি মাস্টার প্ল্যান অনুমোদিত হয়েছে । মাস্টার প্ল্যানে ৪টি পর্যায়ে বাস্তবায়নের জন্য ২,৩৩,৯৪৪.২১ কোটি টাকা ব্যয়ে ২৩৫টি প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত আছে। এ সকল কার্যক্রম বাস্তবায়িত হওয়ার পর রেলওয়ের সেবার মান অনেক বৃদ্ধি পাবে এবং বাংলাদেশ রেলওয়ে একটি আধুনিক গণপরিবহন মাধ্যমে পরিণত হবে। রেলওয়ের এই পরিকল্পিত উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড রেলওয়ের নেটওয়ার্ককে উন্নত করবে যা সড়ক যোগাযোগের উপর অতিরিক্ত চাপকে লাঘব করতে সাহায্য করবে এবং বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।

গ. নৌ-যোগাযোগ

সাশ্রয়ী, পরিবেশ বান্ধব ও নিরাপদ যোগাযোগ ব্যবস্থা হিসেবে নৌ-পথের সর্বোচ্চ ব্যবহারের লক্ষ্যে নৌ-পরিবহণ মন্ত্রণালয় অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহণ অবকাঠামোর উন্নয়ন, রক্ষণাবেক্ষণ, পরিচালন ও নিয়ন্ত্রণ করে আসছে। আধুনিক বন্দর ব্যবস্থাপনা, নিরাপদ ও নিরবচ্ছিন্ন নৌ-যান চলাচল নিশ্চিতকরণ, মানবসম্পদ উন্নয়ন এবং দক্ষ ও সাশ্রয়ী নৌ-পরিবহণ সেবা প্রদানের মাধ্যমে দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়তা প্রদান প্রভৃতি কার্য সম্পাদনের লক্ষ্যে নৌ-পরিবহণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ১২টি দপ্তর/সংস্থা রয়েছে। এগুলো হলোঃ (১) চট্রগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ, (২) মংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ, (৩) বাংলাদেশ স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষ, (৪) সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তর, (৫) বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআইডব্লিউটিএ), (৬) বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্পোরেশন (বিআইডব্লিটিসি), (৭) বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন (বিএসসি), (৮) মেরিন একাডেমি, (৯) ন্যাশনাল মেরিটাইম ইন্সটিটিউট, (১০) জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন, (১১) পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ এবং (১২) গভীর সমুদ্র বন্দর। এ দপ্তর/সংস্থাগুলোর মধ্যে কতিপয় সংস্থার কার্যক্রম নিম্নে তুলে ধরা হলোঃ

বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহণ কর্তৃপক্ষ (বিআইডব্লিউটিএ)

সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হিসেবে বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহণ কর্তৃপক্ষ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নয়ন, সংরক্ষণ, পরিচালন ও নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত দায়িত্ব পালন করে থাকে। বিভিন্ন মেয়াদি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে নানা উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এসব উদ্যোগের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে অবলুপ্ত নৌ-পথ উদ্ধার ও বিভিন্ন নৌ-পথের নাব্যতা সংরক্ষণ, নিরাপদ নৌ-যান চলাচল নিশ্চিতকরণ, অভ্যন্তরীণ নৌ-বন্দরসমূহের উন্নয়ন, ঢাকার চারপাশের নৌ-পথ সচলকরণ, অভ্যন্তরীণ নৌ-পথে কন্টেইনার পণ্য পরিবহণের অবকাঠামো সৃষ্টি, ডিজিটাল পদ্ধতিতে হাইড্রোগ্রাফিক চার্ট প্রণয়ন ইত্যাদি।

২০১৫-১৬ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)-তে বিআইডব্লিউটিএ'র মোট ৭টি প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এসব প্রকল্পের বিপরীতে এডিপিতে মোট ৭০৮.৫১ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে। এ অর্থবছরের এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের অনুকূলে ফেব্রুয়ারি ২০১৬ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে মোট ২২৪.৮৭ কোটি টাকা। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষের রাজস্ব আয় হয়েছে ২৬৮.২৯ কোটি টাকা। বিআইইডব্লিউটিএ-র আয়-ব্যয়ের বিবরণ সারণি ১১.৭ -এ দেয়া হলোঃ

সারণি ১১.৭ বিআইডব্লিউটিএ'র আয়-ব্যয়ের বিবরণ

(কোটি টাকায়)

অর্থ বছর	আয়	প্রকৃত ব্যয়	নীট লাভ/নীট লোকসান
২০০৫-০৬	১১৭.১৫	১৩৪.৪৬	-১৭.৩১
২০০৬-০৭	১২২.০৯	১৪২.৭২	-২০.৬৩
২০০৭-০৮	১২০.২৯	১৩৭.৯৩	-১৭.৬৩
২০০৮-০৯	১৬০.২২	১৬০.৫৩	-০.৩১
২০০৯-১০	১৭৫.৩৩	১৮২.৮৬	-৭.৫২
২০১০-১১	২২৮.০০	২২৯.৫৭	-১.৫৭
২০১১-১২	২৮৯.১৩	২৭৪.৬৯	১৪.৪০

অর্থ বছর	আয়	প্রকৃত ব্যয়	নীট লাভ/নীট লোকসান
২০১২-১৩	৩০৪.০২	২৮৪.৩৩	১৯.৬৯
২০১৩-১৪	৩২০.৯৪	৩৭৮.৪৮	-৫৭.৫৪
২০১৪-১৫	২৬৮.২৯	১৯৪.২৬	৭৪.০৩
২০১৫-১৬	২২৯.৩৫	২৪৫.৬৫	১৬.৩০

উৎসঃ বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহণ কর্তৃপক্ষ, * জানুয়ার,২০১৬ পর্যন্ত।

যাত্রী ও মালামাল পরিবহণ সহজতর করার লক্ষ্য বিআইডব্লিউটিএ প্রতি বছর অভ্যন্তরীণ নৌ-পথের বিভিন্ন স্থানে উন্নয়ন ও সংরক্ষণ খনন/ড্রেজিং কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। ২০০৫-০৬ থেকে ২০১৫-১৬ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ পর্যন্ত অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন নৌ-পথে সম্পাদিত উন্নয়ন ও সংরক্ষণ খনন (capital and maintenance dredging)-এর পরিমাণ সারণি ১১.৮ -এ দেখানো হলোঃ

সারণি ১১.৮ বিআইডব্লিউটিএ'র অর্থবছরভিত্তিক উন্নয়ন ও সংরক্ষণ খননের পরিমাণ

অর্থবছর	খনন/ড্রেজিংয়ের পরিমাণ (লক্ষ ঘনমিটার)		
	উন্নয়ন খনন	সংরক্ষণ খনন	মোট
২০০৫-০৬	৫০.৫৯	১৪.২০	৬৪.৭৯
২০০৬-০৭	১৬.২৮	২০.৪২	৩৬.৭০
২০০৭-০৮	১৭.১৮	১৪.০৭	৩১.২৫
২০০৮-০৯	৯.১১	২৩.৩৫	৩২.৪৬
২০০৯-১০	৫.০০	৩৪.৯৬	৩৯.৯৬
২০১০-১১	২৫.৫৪	৪০.১৬	৬৫.৭০
২০১১-১২	২৪.৪৮	৪৩.৬২	৬৮.১০
২০১২-১৩	৫১.৯৮	৪৪.৬৬	৯৬.৬৪
২০১৩-১৪	৪৭.০২	৫৭.৯০	১০৪.৯২
২০১৪-১৫	১২০.১৫	৫০.৭৭	১৭০.৯২
২০১৫-১৬	১০৩.০২	৫৩.২৬	১৫৬.২৮

উৎসঃ বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহণ কর্তৃপক্ষ * ফেব্রুয়ারি,২০১৬ পর্যন্ত।

উল্লিখিত খনন/ড্রেজিং কার্যক্রম ছাড়াও বিআইডব্লিউএ বিগত ৩ বছরে উন্নত প্রযুক্তিসম্পন্ন ১১টি ড্রেজার ও উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ২টি উদ্ধারকারী জলযান সংগ্রহ; বিভিন্ন ধরনের নৌ-সহায়ক যন্ত্রপাতিসহ (Lighted Buoy, Steel Lighted Buoy, Bridle Chain, Solar Panel ও R.C.C Sinker প্রভৃতি) অন্যান্য আনুষঙ্গিক সরঞ্জাম সংগ্রহ ও স্থাপন; অভ্যন্তরীণ নৌ-পথের বিভিন্ন ফেরীঘাট, লঞ্চঘাট ও ওয়েসাইড ঘাটে ২৫টি নতুন পন্টুন স্থাপন; মাঝারি ও বড় ধরনের মেরামত শেষে মোট ১৫৪টি নানা আকারের পন্টুন বিভিন্ন লঞ্চঘাট ও নদী বন্দরে স্থাপন প্রভৃতি কার্যক্রম সম্পন্ন করায় যাত্রী সাধারণ ও মালামাল ওঠানামা নিরাপদ ও সহজতর হয়েছে।

বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহণ কর্পোরেশন (বিআইডব্লিউটিসি)

বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহণ কর্পোরেশন (বিআইডব্লিউটিসি) একটি সরকারি মালিকানাধীন স্বায়ত্বশাসিত সেবাধর্মী বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান। ফেরী সার্ভিস, প্যাসেঞ্জার সার্ভিস,কার্গো সার্ভিস এবং সিপ রিপেয়ার সার্ভিস ইত্যাদি সেবা প্রদানের জন্য বিআইডব্লিউটিসি'র অধীনে বর্তমানে ১৯৭ টি জলযান রয়েছে।

বিভিন্ন সার্ভিসে সেবার মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিআইডব্লিউটিসি ২০০৯-১৫ সময়কালে প্রায় ২৫৭.৫৩ কোটি টাকা ব্যয়ে বিভিন্ন ধরনের মোট ১৭টি ফেরী, ৮টি পন্টুন, ৪টি সী-ট্রাক, ১২টি ওয়াটার বাস, ২টি ঘাট পন্টুন এবং ২টি যাত্রীবাহী জাহাজসহ সর্বমোট ৪৫টি নতুন জলযান নির্মাণ করে বিভিন্ন সার্ভিসে নিয়োজিত করেছে। নতুন জলযান নির্মাণ ছাড়াও উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ৫,৩২১.৫৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বিআইডব্লিউটিসি'র ৪টি রো রো ফেরি, ২টি কে-টাইপ ফেরি এবং ৬টি রো রো পন্টুন পুনর্বাসন করা হয়েছে এবং ঘূর্ণিঝড় সিডরে ক্ষতিগ্রস্থ বিভিন্ন অবকাঠামোসহ ল্যান্ডিং সুবিধাদি প্রতিস্থাপন করা হয়েছে।

নতুন ফেরী ও পন্টুন গুলো ক্রমবর্ধিত যানবাহন পারাপারে বিশেষ সহায়ক হয়েছে। বর্তমানে বিআইডব্লিউটিসি'র ৯টি ফেরী রুটে গড়ে প্রতিদিন ৭০০০ এরও অধিক যানবাহন পারাপার করছে। ৪টি সী-ট্রাকের সংযোজন ও বিভিন্ন দ্বীপাঞ্চলের মধ্যে উপকূলবাসীর

দৈনন্দিন যাতায়াত ব্যবস্থা নিশ্চিত করেছে। ঢাকা শহরের সড়ক পথে যানজট হ্রাস ও পরিবেশ দূষণ রোধে বৃত্তাকার নৌপথে যাত্রী ও মালামাল পরিবহণের জন্য ১২টি ওয়াটার বাস নির্মাণ করে সার্ভিসে নিয়োজিত করা হয়েছে। দীর্ঘ ৬৩ বছর পর অভ্যন্তরীণ নৌপথে ঢাকা-বরিশাল-খুলনা রুটে পরিচালনার জন্য ৭৬৪ জন যাত্রী ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন ২টি যাত্রীবাহী জাহাজ 'এম.ভি বাঙালী' ও 'এম.ভি মধুমতি' নির্মাণ করে সার্ভিসে নিয়োজিত করা হয়েছে।

সার্ভিস পরিচালনায় ডিজিটাল পদ্ধতির প্রর্বতনের লক্ষ্যে ফেরী ও যাত্রীবাহী জাহাজসহ সংস্থার ৪২টি জাহাজে Vessel Tracking System (VTS) স্থাপন করা হয়েছে। ১ মে, ২০১৫ হতে ঢাকা-বরিশাল-মোড়েলগঞ্জ যাত্রীবাহী সার্ভিসে ই-টিকেটিং সিস্টেম চালুর লক্ষ্যে অনলাইন সার্ভিস কার্যকর করা হয়েছে। পাটুরিয়া, দৌলতদিয়া ও কাজিরহাট ফেরি ঘাটে 'Fare Automation System and Rapid Pass' চালুর কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে। পাটুরিয়া,শিমুলিয়া,চাঁদপুর,চরজানাজাত,লাহারহাট ও ভোলা ফেরি ঘাটে ৬টি রেকার স্থাপন করা হয়েছে এবং পাটুরিয়া, শিমুলিয়া (মাওয়া) ও চাঁদপুর ফেরী সেক্টরের উভয় প্রান্তে ৬টি ওয়েব্রিজ স্কেল স্থাপন করা হয়েছে।

বিআইডব্লিউটিসি ফেরী সার্ভিস ও যাত্রীবাহী সার্ভিসের সেবার মান অধিকতর উন্নয়নের লক্ষ্যে এবং নৌ-পথে কনেটইনার সার্ভিস প্রবর্তনের জন্য এডিপিভুক্ত উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় এবং নিজস্ব অর্থায়নে গৃহীত প্রকল্পের আওতায় ৪টি কনেটইনারবাহী জাহাজ, ২টি উপকূলীয় যাত্রীবাহী জাহাজ ও ও ২টি ইমপ্রুভড কে-টাইপ ফেরী নির্মাণাধীন আছে। সম্প্রতি মুন্সিগঞ্জ ও চাঁদপুর জেলার মধ্যে গোমতী নদীর উপর মতলব-গজারিয়া নৌ-রুটে এবং আবুপুর-মৃধারহাট (শরীয়তপুর-বরিশাল, মুলাদী) ফেরি সার্ভিস চালু করা হয়েছে।

বিআইডব্লিউটিসি'র বাণিজ্যিক কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে ১০৪৬.৮৫ কোটি টাকায় ''বিআইডব্লিউটিসি'র জন্য ৩৫টি বাণিজ্যিক ও ৮ টি সহায়ক জলযান সংগ্রহ এবং ২টি নতুন স্লিপওয়ে নির্মাণ'' শীর্ষক প্রকল্পের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে । ২০০৫-০৬ থেকে ২০১৫-১৬ অর্থবছরের ডিসেম্বর, ২০১৫ পর্যন্ত বিআইডব্লিউটিসির মোট আয়-ব্যয় ও লাভ-লোকসানের বিবরণ সারণি ১১.৯ -এ বিআইডব্লিউটিসি-র আয়-ব্যয়ের তথ্য দেখানো হলোঃ

সারণি ১১.৯ বিআইডব্লিউটিসি-র আয়-ব্যয়ের বিবরণ

(কোটি টাকায়)

অর্থবছর	আয়	প্রকৃত ব্যয়	অপারেশনাল লাভ (+)/লোকসান (-)	সুদ ও অবচয়	নীট লাভ/নীট লোকসান
২০০৫-০৬	১৩৩.৯৭	৮৫.৬৫	৪৮.৩২	২১.১৪	২৭.১৮
২০০৬-০৭	১৪৭.৫৪	৯৯.০৯	৪৮.৪৪	২০.১০	২৮.৩৫
২০০৭-০৮	১৬০.৮৬	১১১.০৫	৪৯.৮১	১৯.৩০	২৮.৫০
২০০৮-০৯	১৭১.৭১	১৩০.২০	৪১.৫১	১৮.৬৪	১৭.৮৬
২০০৯-১০	২০০.১৩	১৫০.১০	৫০.০৩	১৮.৩০	২৮.৭৩
২০১০-১১	২১১.৯৯	১৫৩.৮১	৫৮.১৮	২১.১০	৩২.০৮
২০১১-১২	২২৯.৬৮	১৮৩.৪৮	৪৬.২১	২১.৯২	১৯.২৮
২০১২-১৩	২৭২.২১	১৯০.৯৯	৮১.২২	২৩.১৪	৫৬.০৮
২০১৩-১৪	২৮৭.২৫	২০৪.৪২	৮২.৮২	২২.৪৪	৫৭.৩৮
২০১৪-১৫	৩৩০.২০	২৩০.৪২	৯৯.৮৮	৬৮.৪০	৭৩.০৪
২০১৫-১৬*	১৭৬.১৯	১২২.০১	৫৪.১৭	২০.৩৩	৩৩.৮৪

উৎসঃ বাংলাদেশ অভ্যন্তরীন নৌ-পরিবহণ কর্পোরেশন, নৌ-পরিবহণ মন্ত্রণালয়, * ডিসেম্বর, ২০১৫ পর্যন্ত।

চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

বাংলাদেশের প্রধান সামুদ্রিক বন্দর চট্টগ্রাম এর মাধ্যমে দেশের আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যের প্রায় ৯২ শতাংশ পরিচালিত হয়। চট্টগ্রাম বন্দরের মাধ্যমে আমদানি রপ্তানি বৃদ্ধির হার বর্তমানে গড়ে ১২ শতাংশ থেকে ১৪ শতাংশ। আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী বন্দর কর্মকান্ডের দক্ষতা পরিমাপের অন্যতম সূচক হচ্ছে বন্দরে জাহাজের অবস্থানকাল সর্বনিম্ন পর্যায়ে বজায় রাখা। বিগত ২০০৭ সালে চট্টগ্রাম বন্দরে কন্টেইনার জাহাজের গড় অবস্থান কাল ছিল ৫.০২ দিন। ২০১৫ সালে তা ৩.৯৯ দিনে গড় অবস্থান করছে। বন্দরের অপারেশনাল কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা তথা দক্ষতা উন্নয়নের জন্য জাহাজের অবস্থানকালের পাশাপাশি কন্টেইনারের

অবস্থানকালও সর্বনিম্ন পর্যায়ে রাখা বাঞ্ছনীয়। বিগত ২০০৭ সালে চট্টগ্রাম বন্দরে কন্টেইনারের গড় অবস্থানকাল ছিল প্রায় ২২.১২ দিন। ২০১৫ সালে তা প্রায় ১৮.২৫ দিনে অবস্থান করছে । পাশাপাশি, প্রতিবেশী দেশ সমুহকে চট্টগ্রাম বন্দর ব্যবহারের লক্ষ্যে বন্দর কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে যাচ্ছে। সারণি ১১.১০ -এ ২০০৫-০৬ অর্থবছর থেকে ২০১৫-১৬ ডিসেম্বর, ২০১৫ পর্যন্ত চট্টগ্রাম বন্দরের আয়-ব্যয়ের সার্বিক পরিসংখ্যান দেখানো হলোঃ

সারণি ১১.১০ চট্টগ্রাম বন্দরের আয়-ব্যয়ের পরিসংখ্যান

(কোটি টাকায়)

অর্থবছর	আয়	ব্যয়	উদ্বৃত্ত
২০০৫-০৬	৭৪১.১৩	৩৭৬.১১	৩৬৫.০২
২০০৬-০৭	৮৩০.০২	৪৫১.২৬	৩৭৮.৭৬
২০০৭-০৮	১০৫৭.০৪	৪৪৭.১৬	৬০৯.৮৮
২০০৮-০৯	১১৩৩.৭২	৪৫৭.৫১	৬৭৬.২১
২০০৯-১০	১১৫৫.৩৫	৬২৪.৭৮	৫৩০.৫৭
২০১০-১১	১৪৫৩.১৫	৬৩৪.১৩	৮১৯.০২
২০১১-১২	১৫০৮.৯৩	৬৬৪.৬৫	৮৪৪.২৮
২০১২-১৩	১৫৭৮.৯৪	৮০২.৫৯	৭৭৬.৩৫
২০১৩-১৪	১৬৪২.১০	১৩৪০.৭৩	৩০১.৩৭
২০১৫-১৬*	১৩২১.১৫	৬৩৯.২০	৬৮১.৯৫

উৎসঃ চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ, নৌ-পরিবহণ মন্ত্রণালয়। * ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ পর্যন্ত সাময়িক হিসাব।

মংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ

ভৌগলিক অবস্থানগত কারণে প্রাকৃতিক দুর্যোগমুক্ত বন্দর হিসেবে বাংলাদেশের দ্বিতীয় সামুদ্রিক বন্দর মংলা বন্দরের বিশেষ পরিচিতি রয়েছে। এ বন্দরে বর্তমানে ৫টি জেটি, ৬টি মুরিং বয়া, ১৬টি এ্যাংকোরেজ এবং ব্যক্তিমালিকানাধীন ৭টি প্রতিষ্ঠানের জেটির মাধ্যমে মোট ৩৪টি জাহাজ একসাথে হ্যান্ডেল করা সম্ভব। ৪টি ট্রানজিট শেড, ২টি ওয়ার হাউজ, ৩টি কন্টেইনার ইয়ার্ড, ২টি কার পার্কিং ইয়ার্ড এর মাধ্যমে মংলা বন্দরে বার্ষিক ৭০ লক্ষ মেট্রিক টন কার্গো এবং ১ লক্ষ টিইউজ কন্টেইনার এবং ৬০০০ টি গাড়ি হ্যান্ডলিং এর সক্ষমতা রয়েছে। বিগত ২০১৫-১৬ অর্থ বৎসরের ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ পর্যন্ত মংলা বন্দরে ৪০.৩০ লক্ষ মেট্রিক টন মালামাল ও ৩২,১০৯ টিইউজ কন্টেইনার এবং ১২৫.৬৯ কোটি টাকা রাজস্ব অর্জিত হয়েছে। সারণি ১১.১১ -এ ২০০৫-০৬ হতে ২০১৫-১৬ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ পর্যন্ত মংলা বন্দরের রাজস্ব আয় ও ব্যয়ের পরিসংখ্যান দেখানো হলোঃ

সারণি ১১.১১ মংলা বন্দরের রাজস্ব, আয় ও ব্যয়ের বিবরণ

(কোটি টাকা)

অর্থবছর	আয়	ব্যয়	মুনাফা/ লোকসান
২০০৫-০৬	৪৭.২৫	৫৬.৬৪	(-) ৯.৩৯
২০০৬-০৭	৪৯.৩৪	৫৫.৫৩	(-) ৬.১৯
২০০৭-০৮	৪৭.৭০	৪৭.৬৫	০.০৫
২০০৮-০৯	৫৮.৪০	৫৫.৪৩	২.৯৭
২০০৯-১০	৬৬.৪৯	৬৪.২২	২.২৭
২০১০-১১	৮৫.৫২	৬৩.৬৯	২১.৮৩
২০১১-১২	১০৫.৮১	৭১.৬৬	৩৪.১৫
২০১২-১৩	১৩৮.০৮	৯৪.১৩	৪৩.৯৫
২০১৩-১৪	১৫৫.৭৩	১০২.১০	৫৩.৬৩
২০১৪-১৫	১৭০.১৭	১০৯.৪৮	৬০.৬৯
২০১৫-১৬*	১২৫.৬৯	৭৯.০৮	৪৬.৬১

উৎসঃ মংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ, নৌ-পরিবহণ মন্ত্রণালয়। * ফেব্রুয়ারি ২০১৬ পর্যন্ত সাময়িক হিসাব।

মংলা বন্দর ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকার নানামুখী উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে ঢাকা-মাওয়া-মংলা সড়কের মাওয়ায় পদ্মা নদীর উপর পদ্মা সেতু নির্মাণ, খুলনা-মংলা পর্যন্ত রেললাইন স্থাপন, পাইপ লাইনের মাধ্যমে গ্যাস সরবরাহ, খানজাহান আলী

বিমান বন্দর নির্মাণ, মংলা বন্দরের সন্নিকটে রামপালে বাংলাদেশ ও ভারতের যৌথ উদ্যোগে ১,৩২০ মেগাওয়াট সম্পন্ন কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ এবং মংলা বন্দর এলাকায় ভারত -বাংলাদেশ যৌথ উদ্যোগে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তোলা এবং মংলা ইপিজেড সম্প্রসারণসহ ইত্যাদি কাজ উল্লেখযোগ্য। এসব কাজ আগামী ২০১৮-২০২০ সালের মধ্যে সমাপ্ত হবে বলে আশা করা যায়।

বর্ধিত চাহিদা সুষ্ঠু ও দক্ষতার সাথে মোকাবেলার জন্য উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত পরিকল্পনার আওতায় আধুনিক যন্ত্রপাতিসহ ১টি কন্টেইনার টার্মিনাল, ২টি কন্টেইনার ইয়ার্ড, ১টি কন্টেইনার ডেলিভারী ইয়ার্ড নির্মাণ, মংলা বন্দরের প্রধান সড়ক ও বাইপাস সড়ক ৪ লেনে উন্নীতকরণ, ১টি মাল্টি-স্টোরিড কার পার্কিং ইয়ার্ড নির্মাণ এবং বিভিন্ন ধরণের ১১টি সহায়ক জলযান সংগ্রহসহ বিভিন্ন অবকাঠামোগত উন্নয়ন কাজ সম্পন্ন করা হবে। এছাড়া মংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ এর সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ২টি অসমাপ্ত জেটি পিপিপি'র আওতায় নির্মাণের প্রক্রিয়া চলছে।

মংলা বন্দর উন্নয়নে বর্তমানে মোট ৪৫২.৭৬ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৩টি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন এবং ১০টি প্রকল্প অনুমোদনের প্রক্রিয়াধীন আছে। বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের অধীনে আনুষঙ্গিক সুবিধাদিসহ একটি ড্রেজার, বিভিন্ন ধরণের ২২টি কন্টেইনার ও কার্গো হ্যান্ডলিং যন্ত্রপাতি এবং ৫০ লক্ষ ঘনমিটার ড্রেজিং কাজ সম্পন্ন করা হবে।

পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ

দেশের ৩য় সমুদ্র বন্দর হিসাবে পায়রা বন্দর যাত্রা শুরু করে ১৯ নভেম্বর, ২০১৩ তারিকে। সীমিত আকারে বন্দরকে অপারেশনাল কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে বহির্নোঙ্গরে ক্লিংকার, সার ও অন্যান্য বাল্ক পণ্যবাহী জাহাজ আনায়ন ও বার্জের মাধ্যমে দেশের অভ্যন্তরে পরিবহনের জন্য নৌপথ চিহ্নিত করে ফেয়ার ওয়ে ও মুরিংবয়া স্থাপন, যোগাযোগের জন্য VHF বেইজ ষ্টেশনসহ যোগাযোগ যন্ত্রপাতি স্থাপন করা হয়েছে। কাস্টমস্ ও শিপিং সুবিধাদির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক বন্দর সংস্থার চাহিদা মোতাবেক বন্দরের চ্যানেল ও বহির্নোঙ্গরে নিরাপত্তার জন্য ISPS কোড বাস্তবায়ন এবং জাতিসংঘ কর্তৃক ইউএন লোকেটর কোড বরাদ্দ করা হয়েছে। সার্বক্ষণিক বিদ্যুৎ ব্যবস্থা নিশ্চিত করার জন্য ১০০০ KVA এর ১টি বৈদ্যুতিক সাব-স্টেশন স্থাপন করা হয়েছে। ইহা ছাড়া বন্দরে আগত বৈদেশিক জাহাজে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের জন্য প্রতি ঘন্টায় ২৫০ মেঃ টন উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন ১টি ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট স্থাপন করা হয়েছে।

বাংলাদেশ স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষ

স্থলপথে পণ্য আমদানি-রপ্তানি সহজতর এবং উন্নততর করার লক্ষ্যে বিধিবদ্ধ সংস্থা হিসেবে ২০০১ সালে ১২টি স্থলবন্দর ঘোষণার মাধ্যমে বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের কার্যক্রম শুরু হয়। পরবর্তীতে আরো ৮টি শুল্ক স্টেশনকে স্থলবন্দর হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। বর্তমানে স্থলবন্দরের সংখ্যা ২০টি। তন্মধ্যে বেনাপোল, বুড়িমারী, আখাউড়া ও ভোমরা স্থলবন্দর নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় এবং সোনামসজিদ, হিলি, টেকনাফ, বাংলাবান্ধা ও বিবিরবাজার স্থলবন্দর BOT ভিত্তিতে পরিচালিত হচ্ছে। এছাড়া, নাকুগাঁও স্থলবন্দরে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে যার কার্যক্রম শীঘ্রই আরম্ভ করা হবে। অবশিষ্ট বন্দরের কার্যক্রম শুরু করার লক্ষ্যে ভূমি অধিগ্রহণসহ প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ বিগত ৩ বছরে বেনাপোল, হিলি ও বাংলাবান্ধা স্থলবন্দরের জন্য ১৩.৩১ একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে। বেনাপোল, ভোমরা, বুড়িমারী, আখাউড়া ও নাকুগাঁও স্থলবন্দরে উন্নয়ন ও আধুনিকীকরণ করার লক্ষ্যে ১,২০০ মে. টন মালামাল ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন ২টি গোডাউন, ১,৩১৬.৫৭ বর্গমিটার ট্রান্সশিপমেন্ট শেড এবং ৫৯,৫৪৩.৯১ বর্গমিটার ওপেন ইয়ার্ড নির্মাণ করা হয়েছে। নাকুগাঁও ও ভোমরা স্থলবন্দরে মোট ১,৪৬২.৯৬ বর্গমিটার আয়তন বিশিষ্ট ২টি অফিস ভবন, ৫৬৫.২২ বর্গমিটার আয়তন বিশিষ্ট ২টি ব্যারাক ভবন এবং ৯১০.১৬ বর্গমিটার আয়তন বিশিষ্ট ২টি ডরমিটরী ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। বেনাপোল স্থলবন্দরে বাংলাদেশ-ভারত গমনাগমনকারী যাত্রীদের সুবিধার্থে আন্তর্জাতিক মানের ১টি প্যাসেঞ্জার টার্মিনাল এবং ১টি বাস টার্মিনাল নির্মাণ করা হয়েছে। জুন ২০১৬ হতে নাকুগাঁও স্থলবন্দরের কার্যক্রম শুরু হয়েছে। ৬টি শুল্ক স্টেশনকে নতুন স্থলবন্দর ঘোষণা করা

হয়েছে। ২০০৫-০৬ থেকে ২০১৫-১৬ অর্থবছরের ডিসেম্বর, ২০১৫ পর্যন্ত বাংলাদেশ স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষের আয় ও ব্যয়ের বিবরণী সারণি ১১.১২ -এ দেখানো হলোঃ

সারণি ১১.১২ বাংলাদেশ স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষের আয় ও ব্যয়ের বিবরণ

(কোটি টাকায়)

অর্থবছর	আয়	ব্যয়	উদ্বৃত্ত
২০০৫-০৬	৩৪.৯৬	১৮.৪৭	১৬.৪৯
২০০৬-০৭	২০.২৮	১৩.৪৬	৬.৮২
২০০৭-০৮	২২.৬৬	২২.৭৩	-০.০৭
২০০৮-০৯	২৬.৭৪	২৪.৯৭	১.৭৭
২০০৯-১০	৩৩.৫২	২৬.২৯	৭.২৩
২০১০-১১	৪১.২	৩২.৩৮	৮.৮২
২০১১-১২	৪২.০৮	৩১.৯১	১০.১৭
২০১২-১৩	৪৭.৭৮	৩৭.২৯	১০.৪৯
২০১২-১৩	৬১.৩১	৫১.০৬	১০.২৫
২০১৪-১৫*	৭০.৫২	৪৭.৩৮	২৩.১৮

উৎসঃ বাংলাদেশ স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষ,*ডিসেম্বর,২০১৫ পর্যন্ত।

সমুদ্র পরিবহণ অধিদপ্তর

সমুদ্র পরিবহণ অধিদপ্তর প্রধানত বাংলাদেশে অভ্যন্তরীণ, উপকূলীয় মৎস্য শিকারী, বিদেশগামী এবং বন্দরে আগমনকারী বিদেশি জাহাজের দুর্ঘটনামুক্ত চলাচল নিশ্চিতকরণ এবং বাংলাদেশী জাহাজের বাণিজ্যিক স্বার্থ সংরক্ষণ প্রভৃতি দায়িত্ব পালন করে থাকে। নৌ-যান পরিচালনায় উপযোগী দক্ষ জনবল সৃষ্টিতে প্রশিক্ষণ ও সনদপত্র প্রদান করে এ অধিদপ্তর কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে।

আন্তর্জাতিক নৌ-পথে চলাচলকারী সমুদ্রগামী জাহাজের অফিসার ও নাবিকদের প্রশিক্ষণ ও সনদ প্রদান পদ্ধতি আন্তর্জাতিক কনভেনশন অনুযায়ী পুনর্বিন্যস্ত করা হয়েছে যা বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল মেরিটাইম অরগানাইজেশন (আইএমও)-এর হোয়াইট লিস্টে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। আন্তর্জাতিক নৌ-পথে বাংলাদেশী জাহাজের গতিবিধি পর্যবেক্ষণের জন্য 'লং রেঞ্জ আইডেন্টিফিকেশন ট্র্যাকিং(এলআরআইটি)' বাস্তবায়ন করা হয়েছে। বাংলাদেশী নাবিকদের বিশ্বের সকল দেশে যাতায়াতের সুবিধা সৃষ্টির লক্ষ্যে ২০১০ সাল হতে "সী ফেয়ারার বায়োমেট্রিক মেশিন রিডেবল" আইডি কার্ড প্রদান চালু করা হয়েছে যা বাংলাদেশী নাবিকদের বিদেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ আরো সহজতর করেছে। নৌ যানসমূহের রেজিস্ট্রেশন, সার্ভে, জাহাজি অফিসার ও নাবিকদের যোগ্যতা সনদ, পরীক্ষা ফি, বাতিঘর ফি, নৌ-আইন লংঘনের জন্য জরিমানা ইত্যাদি অধিদপ্তরের আয়ের মূল উৎস। ২০০৫-০৬ থেকে ২০১৫-১৬ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ পর্যন্ত সংস্থাটির আয় ও ব্যয়ের বিবরণী সারণি ১১.১৩ -এ দেখানো হলোঃ

সারণি ১১.১৩ সমুদ্র পরিবহণ অধিদপ্তরের আয় ও ব্যয়ের বিবরণ

(কোটি টাকায়)

অর্থবছর	রাজস্ব আয়ের লক্ষ্য মাত্রা	রাজস্ব আয়	রাজস্ব ব্যয়
২০০৫-০৬	৯.৪০	৭.৩৫	৩.৭৩
২০০৬-০৭	৮.৪৫	৭.৪০	৩.৭১
২০০৭-০৮	৮.১৫	৮.০৩	৩.৬৬
২০০৮-০৯	৮.১৫	৯.৫৭	৫.৮২
২০০৯-১০	৯.১৪	১১.৬৬	৪.৬৮
২০১০-১১	১১.৫৭	১২.৫৪	৫.৫৩
২০১১-১২	১২.৪৭	১৩.২৬	৫.৫৭
২০১২-১৩	১৩.২১	১২.৭৪	৫.০৩
২০১৩-১৪	১৫.২৬	১৪.৪৩	১০.১২
২০১৪-১৫	১৫.৯৯	১৮.২১	৯.৩৩
২০১৫-১৬*	১৩.৯০	১৪.২২	৭.৪০

উৎসঃ সমুদ্র পরিবহণ অধিদপ্তর * ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ পর্যন্ত।

নিরাপদ নৌ চলাচলের জন্য এবং আন্তর্জাতিক প্রয়োজনীয়তার নিরীখে উদ্ধার কার্যাদি পরিচালনার সুবিধার্থে ৩৭১ কোটি টাকা ব্যয়ে ''এস্টাবলিস্টমেন্ট অব গ্লোবাল মেরিটাইম ডিসট্রেস এন্ড সেইফটি সিস্টেম এন্ড ইন্টিগ্রেটেড মেরিটাইম নেভিগেশন সিস্টেম'' নামক প্রকল্প গৃহীত হয়েছে, যার বাস্তবায়ন চলমান রয়েছে। এছাড়া ''ন্যাশনাল শিপস এন্ড মেকানাইজড বোটস ডাটাবেইজ ম্যানেজমেন্ট এন্ড ক্যাপাসিটি বিল্ডিং'' নামক একটি নতুন প্রকল্পের জন্য করা হয়েছে। উক্ত প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়িত হলে দেশের অভ্যন্তরীণ, উপকূলীয় ও সমুদ্র পথে চলাচলরত সকল প্রকার দেশি ও বিদেশি জাহাজের সার্বিক নৌ-নিরাপত্তা বৃদ্ধিসহ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গতিশীলতা বৃদ্ধি পাবে।

বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন (বিএসসি)

বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন আন্তর্জাতিক নৌ-পথে দক্ষ শিপিং সেবা প্রদান এবং আন্তর্জাতিক নৌ-বাণিজ্যের সাথে সম্পর্কযুক্ত দেশের বৈদেশিক বাণিজ্যের যাবতীয় কার্যাবলী সম্পাদন করে থাকে। পুরাতন ও অলাভজনক জাহাজের সংখ্যা বিক্রির পর এ সংস্থার অধীনে জাহাজের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৫টিতে (২টি সাধারণ পণ্যবাহী, ১টি কন্টেইনারবাহী ও ২টি লাইটারেজ ট্যাংকার)। এছাড়া, ইতোমধ্যে পুরাতন ও অলাভজনক জাহাজ বিক্রয় সংক্রান্ত সংশোধিত নীতিমালা-২০১৩ প্রণয়ন করা হয়েছে।

বিএসসি'র জাহাজ বহরের সাহায্যে আমদানি-রপ্তানি পণ্যের মাত্র ৫ শতাংশ পরিবহণ করতে সক্ষম। ৭ম পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্য রেখে দেশের উন্নয়নের ধারাকে অব্যাহত রাখতে আন্তর্জাতিক সমুদ্র পথে কার্গো পরিবহন আরও নিরাপদ, সহজতর ও দ্রুত করার লক্ষ্যে আগামী ২০২১ সাল নাগাদ বিভিন্ন প্রকার ও সাইজের কমপক্ষে ২১টি জাহাজ ক্রয়ের পরিকল্পনা রয়েছে। বর্তমানে বিএসসি'র নিজস্ব অর্থায়নে নতুন একটি প্রোডাক্ট অয়েল ট্যাঙ্কার এবং চীন সরকারের অর্থায়নে ৬টি (৩টি প্রোডাক্ট ক্যারিয়ার ও ৩টি বাল্ক ক্যারিয়ার) নতুন জাহাজ ক্রয়ের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। মেরিটাইম সেক্টরে নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকল্পে ও নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে বিএসসি তথা বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রথমবারের মত ২০১৪ সাল হতে এ পর্যন্ত বাংলাদেশ মেরিন একাডেমীর ৩৪ জন নারী ক্যাডেটকে বিএসসি'র বিভিন্ন জাহাজে প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য নিয়োগ দেয়া হয়েছে। তাছাড়া, ঢাকায় সংস্থার নিজস্ব জমিতে একটি বহুতল ভবন নির্মান সংক্রান্ত প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ আগামী জুন, ২০১৬ নাগাদ শেষ হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। ২০০৫-০৬ থেকে ২০১৫-১৬ অর্থবছরের ডিসেম্বর, ১৫ পর্যন্ত বিএসসির মোট আয়-ব্যয় ও লাভ-লোকসানের বিবরণ সারণি ১১.১৪ -এ দেখানো হলোঃ

সারণি ১১.১৪ বিএসসির আয়-ব্যয় ও লাভ-লোকসানের বিবরণ

(কোটি টাকায়)

অর্থ বছর	মোট আয়	মোট ব্যয় (অবচয় ও সুদসহ)	নীট লাভ/ (লোকসান)	অবচয় ও সুদ	অবচয় ও সুদ সহ লাভ/
২০০৫-০৬	৩২৪.০৭	২৯৩.২০	৩০.৮৭	১৬.৩৮	৪৭.২৫
২০০৬-০৭	২৯৪.৪১	২৭৮.৪৫	১৫.৯৬	১৫.৯৮	৩১.৯৪
২০০৭-০৮	৪১৬.২৯	৩৬৯.৬১	৪৬.৬৮	১৬.৭৩	৬৩.৪১
২০০৮-০৯	২৭৬.৭৪	২৮৭.০০	১০.২৬	১৮.৯৯	৮.৭৩
২০০৯-১০	২৭৩.২৫	২৫৯.৯১	১৩.৩৪	১৭.১৬	৩০.৫০
২০১০-১১	২৬৬.৬৬	২৬৪.৭৯	১.৮৩	১৪.৪৭	১৬.৩০
২০১১-১২	২৮২.০১	২৮০.৫৫	১.৪৬	১৩.২৪	১৪.৭০
২০১২-১৩	৩২৮.৫৯	৩২৬.৯৬	১.৬৩	১৭.৮৯	১৯.৫২
২০১৩-১৪	১৭১.১৪	১৬৭.৭৭	৩.৩৭	১১.৫৮	১৪.৯৪
২০১৪-১৫	১৩০.০১	১২৪.৬৮	৫.৩৩	২.১৩	৭.৪৬
২০১৫-১৬*	৪১.৪৪	৩৭.৬১	৩.৮২	০.৯৫	৪.৭৭

উৎস: বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন, * ডিসেম্বর ২০১৫ পর্যন্ত।

ঘ. বিমান যোগাযোগ

বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ

বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিমানের যাতায়াতের জন্য বিমান চলাচলের অবকাঠামো স্থাপন ও উন্নয়নের দায়িত্ব পালন করছে। বাংলাদেশের আকাশ সীমায় চলাচলকারী দেশি বিদেশি বিমানের সময়ানুগ, ত্বরিৎ ও নিরাপদ চলাচল নিশ্চিত করার জন্য বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ বিমান বন্দর, এয়ার ট্রাফিক, এয়ার নেভিগেশন, টেলিযোগাযোগ সার্ভিস ও সুবিধাদি এবং অন্যান্য যাত্রী ও বিমান সেবা/সুবিধাদি স্থাপন, রক্ষণাবেক্ষণ এবং পরিচালনা করে থাকে। বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ বর্তমানে দেশে ৩টি আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর ও ৭টি অভ্যন্তরীণ বিমান বন্দর পরিচালনা করছে। এছাড়াও ২টি স্টল পোর্ট রয়েছে। বর্তমানে ৮টি বিমান বন্দরে ফ্লাইট পরিচালিত হচ্ছে। যাত্রী স্বল্পতার কারণে ২টি অভ্যন্তরীণ বিমান বন্দর ও ২টি স্টল পোর্টে কোন ফ্লাইট যাতায়াত করছে না। উক্ত সংস্থার ২০০৫-০৬ হতে ২০১৪-১৫ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি, ২০১৫ পর্যন্ত আয়, ব্যয় ও মুনাফার বিবরণ সারণি ১১.১৫ -এ দেখানো হলোঃ

সারণি ১১.১৫ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের আয়-ব্যয় ও মুনাফার বিবরণ

(কোটি টাকায়)

অর্থবছর	রাজস্ব আয়	রাজস্ব ব্যয়	নীট মুনাফা
২০০৫-০৬	৩১৬.৬৭	১৭৯.১৮	১৩৭.৪৯
২০০৬-০৭	২৮৭.১৫	১৯৭.৪০	৮৯.৭৫
২০০৭-০৮	৩০১.৫০	২০৭.৫৪	৯৩.৯৭
২০০৮-০৯	৪১২.৪৯	২০৩.৬১	২০৮.৮৮
২০০৯-১০	৫৫১.১৫	২৫৮.২০	২৯২.৯৫
২০১০-১১	৫৯৫.১৯	৩১৫.৭৮	২৭৯.৪১
২০১১-১২	৭৩১.৮৭	৩৩৭.৪৩	৩৯৪.৪৪
২০১২-১৩	৭৮৩.২৪	৩৩৭.৮৬	৪৪৫.৩৭
২০১৩-১৪	১০২৬.২৮	৪২৭.৬৮	৫৯৮.৬০
২০১৪-১৫	১২২০.৮১	৪৮১.৩০	৭৩৯.৫১
২০১৫-১৬*	৫৭৯.১৬	২৭৩.১৬	৩০৬.০০

উৎসঃ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ। * ডিসেবমর ২০১৫ পর্যন্ত।

বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেড

জাতীয় পতাকাবাহী প্রতিষ্ঠান বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স দেশের অভ্যন্তরে ও বহির্বিশ্বের সাথে আকাশ পথে যোগাযোগ স্থাপনের মাধ্যমে পরিবহণ ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। আকাশ পথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা এবং সীমিত সম্পদ নিয়ে বাংলাদেশ বিমান এয়ারলাইন্স অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক গন্তব্যে সার্ভিস পরিচালনা করছে এবং এর মূল নেটওয়ার্ক বজায় রেখেছে। বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেড বর্তমানে অভ্যন্তরীণ ৭টি এবং আন্তর্জাতিক ১৫টি গন্তব্যে সার্ভিস পরিচালনা করছে। আন্তর্জাতিক গন্তব্যের মধ্যে বিমান সার্কভুক্ত দেশে ২টি, দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় ৪টি, মধ্যপ্রাচ্যে ৮টি এবং ইউরোপে ১টি গন্তব্যে সার্ভিস পরিচালনা করছে। সারণি ১১.১৬ -এ ২০০৫-০৬ হতে ২০১৫-১৬ অর্থবছরের ডিসেম্বর, ২০১৫ পর্যন্ত বাংলাদেশ বিমানের রাজস্ব আয়-ব্যয় ও লাভ-লোকসানের বিবরণ দেয়া হলোঃ

সারণি ১১.১৬ বিমানের রাজস্ব আয়-ব্যয় ও লাভ-লোকসানের বিবরণ

(কোটি টাকায়)

অর্থ বছর	রাজস্ব আয়	রাজস্ব ব্যয়	নীটমুনাফা/লোকসান
২০০৫-০৬	২,৬৫৩.৭৩	৩,১০৮.৪৪	-৪৫৪.৭১
২০০৬-০৭	২,৪৬৩.৬৭	২৭৩৫.৮৪	-২৭২.১০
২০০৭-০৮	২,৯৭৯.৪৩	২,৯৭৩.৫২	৫.৯১
২০০৮-০৯	৩,০৩৯.৭০	৩,০২৪.১২	১৫.৫৮
২০০৯-১০	২৯৪৮.০৩	২৯৯৪.০৫	৪৬.০২
২০১০-১১	৩৩৪৩.৯৩	৩৫৬৮.০৯	-২২৪.১৬

অর্থ বছর	রাজস্ব আয়	রাজস্ব ব্যয়	নীটমুনাফা/লোকসান
২০১১-১২	৩৮২৩.৬৭	৪৪১৭.৮৮	-৫৯৪.২১
২০১২-১৩	৩৯৫১.৮৯	৪২৩৭.৫২	-২৮৫.৬৩
২০১৩-১৪	৩৭৬০.১২	৩৯৫৮.৯২	-১৯৮.৮০
২০১৪-১৫	৪৬৮৭.৩৪	৪৪১৫.১১	২৭২.২৩
২০১৫-১৬*	৩০৫৬.৬৪	২৫৬৬.৫১	৪৯০.১৩

উৎসঃ বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেড। * জানুয়ারি,২০১৬ পর্যন্ত।

বর্তমানে বিমানবহরে মোট ১৪টি উড়োজাহাজ রয়েছে, এর মধ্যে ৪টি ৭৭৭-৩০০ইআর, ২টি এ৩১০-৩০০, ২টি ৭৭৭-২০০ইআর, ৪টি ৭৩৭-৮০০ এবং ২টি ড্যাশ ৮-কিউ। বাংলাদেশ বিমান যাত্রী পরিবহণ সংকট উত্তরণ এবং বিমান বহর আধুনিকায়নের লক্ষ্যে নতুন প্রজন্মের ১০ টি উড়োজাহাজ ক্রয়ের লক্ষ্যে বিমান ও উড়োজাহাজ নির্মাতা প্রতিষ্ঠান বোয়িং কোম্পানির মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। উল্লেখ্য ১০টি বিমানের প্রথম চালান ৪টি ৭৭৭-৩০০ ইআর এবং ২টি ৭৩৭-৮০০ ইতোমধ্যে সংগৃহীত হয়েছে। বোয়িং কোম্পানি অবশিষ্ট উড়োজাহাজসমূহ ২০১৯/২০২০ সালে বিমানের নিকট হস্তান্তর করবে।

অভ্যন্তরীণসহ নিকটবর্তী আঞ্চলিক রুটে সার্ভিস পরিচালনার জন্য স্মার্ট এভিয়েশন হতে এপ্রিল ২০১৫ আসন বিশিষ্ট ০২টি ড্যাশ ৮-কিউ ৪০০ উড়োজাহাজ ৫ বছর মেয়াদের জন্য ড্রাই লীজ সংগ্রহ করেছে। ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে বাংলাদেশ বিমান মোট ২০,১৯,৬৬৫ জন যাত্রী এবং ৪৩,৯২৪ টন কার্গো পরিবহন করছে যা পূর্ববর্তী অর্থ বছরের তুলনায় যথাক্রমে ২৮.৫৬শতাংশ ও ৩০.৯২শতাংশ বেশি। ২০১৫ সালে বাংলাদেশ থেকে ভ্রমণকৃত মোট ১,০৭,২৯০ জন হজ্জ যাত্রীর মধ্যে বাংলাদেশ বিমান নিজস্ব উড়োজাহাড় দ্বারা ৫৪,৮৪৫ জন হজ্জ যাত্রী পরিবহণ করেছে। সম্মনিত যাত্রীদের ফ্লাইট সিডিউল বিষয়ে তথ্য অবহিতকরনের লক্ষ্যে আগষ্ট ২০১৫ হতে SMS (Short Message Service) সুবিধা চালু করা হয়েছে। বিমানের নিজস্ব জনবল দিয়ে হ্যাংগারে ৭৩৭-৮০০ উড়োজাহাজের 'সি'-চেক মেইনটেন্যান্স সম্পাদনের সক্ষমতা অর্জিত হয়েছে। এছাড়াও ড্যাশ ৮-কেউ ৪০০ উড়োজাহাজের সকল ধরণের মেইনটেন্যান্স ও ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিস নিজস্ব প্রকৌশলী দ্বারা সম্পাদিত হচ্ছে। বিমানের রাজস্ব আয় বৃদ্ধি ও বিক্রয় ব্যয় কমানোর লক্ষ্যে রেভিনিউ ম্যানেজমেন্ট এবং রেভিনিউ ইন্টিগ্রিটি সিস্টেম চালু করা হয়েছে। বিমানের নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণের জন্য মে, ২০১৬ হতে দিল্লী ও হংকং ষ্টেশনে পুনারয় ফ্লাইট চালু এবং নতুন গন্তব্য গোয়াংজু, কলম্বো ও মালে সার্ভিস সম্প্রসারণের পরিকল্পনা রয়েছে।

ঙ. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি

যোগাযোগ প্রযুক্তি

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি)

টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে সবার জন্য আধুনিক নির্ভরযোগ্য ও সুলভে টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ২০০২ সাল হতে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি) কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। বিটিআরসি গঠনের পর টেলিকম সেক্টরকে উদারীকরণ করার ফলে গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধির হার লক্ষ্যমাত্রার (যা ১৯৯৮ সালে ন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন পলিসিতে পরবর্তী ১০ বছরে টেলিফোনের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে প্রতি ১০০ জনের জন্য ১০টি টেলিফোন ধরা হয়েছিল) চেয়ে অনেক বেশি হয়। এছাড়া, বিটিআরসি'র ব্যবস্থাপনার ফলে ৩জি প্রযুক্তির প্রবর্তন, ভয়েস কল ও এসএমএস এর ট্যারিফ হ্রাস, আন্তর্জাতিক বহির্গামী কলের ট্যারিফ হ্রাস, আন্তর্জাতিক ইনকামিং কলের পরিমান বৃদ্ধি, টেলিফোন ও ইন্টারনেট গ্রাহক বৃদ্ধিসহ সর্বোপরি দেশের সব জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে ইন্টারনেট সংযোগ পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে সরকারি ও বেসরকারি সামর্থ ও অবকাঠামো সমন্বিতভাবে কাজে লাগানো সম্ভব হয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশে টেলিফোন বিশেষ করে মোবাইল গ্রাহকের সংখ্যা ধারনার চাইতে অনেক দ্রুত হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে, ডিসেম্বর, ২০১৫- এ সংখ্যা ১৩ কোটি অতিক্রম করেছে। সারণি ১১.১৭ এ ২০০৭ থেকে ডিসেম্বর, ২০১৫ পর্যন্ত মোবাইল ও ফিক্সড ফোনে মোট গ্রাহক, গ্রাহক বৃদ্ধির হার, ইন্টারনেট ইউজার, টেলিঘনত্ব ইত্যাদি এবং সারণি ১১.১৮ এ ডিসেম্বর, ২০১৫ পর্যন্ত বিভিন্ন মোবাইল অপারেটরের গ্রাহক সংখ্যা দেখানো হলোঃ

সারণি ১১.১৭ মোবাইল ও ফিক্সড ফোনের গ্রাহক সংখ্যা, বৃদ্ধির হার ও টেলিঘনত্বের বিবরণ

গ্রাহক শ্রেণী, প্রবৃদ্ধি, টেলিঘনত্ব	২০০৭	২০০৮	২০০৯	২০১০	২০১১	২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫	ডিসেম্বর, ২০১৫
মোবাইল গ্রাহক (কোটি)	৩.৪৪	৪.৪৬	৫.২৪	৬.৮৭	৭.৩০	৮.৬৬	৯.৭৪	১১৪৮.	১২১৯.	১৩৩৭.
ফিক্সড ফোন গ্রাহক (কোটি)	০.১২	০.১৩	০.১৭	০.১৭	০.১৭	০.১০	০.১০	০১১.	০.১১	.০৮১
মোট গ্রাহক (কোটি)	৩.৫৬	৪.০২	৪.৭১	৫.৬৪	৭.৪৭	৮.৭৬	৯.৮৪	১১৫৯.	১২৩০.	১৩৪৫.
ইন্টারনেট ইউজার (কোটি)	-	-	-	-	-	২.৮৪	৩.১০	৩৫৫.	৪২৮.	৫৪১.
বছরভিত্তিক টেলিঘনত্ব (%)	২৪.৭১	২৭.৯১	৩১.৯৫	৩৮.০৫	৪৪.৬	৬০.৯	৬৩.৯১	৭৬৪৪.	৭৮৭৯.	৮৬৩৭.

সূত্রঃ বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন। *ডিসেম্বর, ২০১৫ পর্যন্ত।

সারণি ১১.১৮ বিভিন্ন মোবাইল ফোনের গ্রাহক সংখ্যা

ক্র:নং	অপারেটর	গ্রাহক (কোটি)
১.	গ্রামীন ফোন লিমিটেড (জিপি)	৫.৬৭
২.	বাংলালিংক ডিজিটাল কমিউনিকেশনস্ লিঃ (বাংলালিংক)	৩.২৯
৩.	রবি আজিয়াটা লিমিটেড (রবি)	২.৮৩
৪.	এয়ারটেল বাংলাদেশ লিমিটেড (এয়ারটেল)	১.০৭
৫.	প্যাসেফিক বাংলাদেশ টেলিকম লিঃ (সিটিসেল)	০.১০
৬.	টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড (টেলিটক)	০.৪১
	মোট	১৩.৩৭

সূত্রঃ বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন। *ডিসেম্বর, ২০১৫ পর্যন্ত।

বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন্স কোম্পানি লিমিটেড (বিটিসিএল)

সরকারের রাজস্ব আয় বৃদ্ধি ছাড়াও তথ্যের দ্রুত আদান-প্রদানের মাধ্যমে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের প্রতিটি স্তরেই টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার ইতিবাচক ভূমিকা রয়েছে। দেশের টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার আধুনিকায়ন এবং এর মান উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন্স কোম্পানি লিমিটেড (বিটিসিএল) এর বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ অব্যাহত রয়েছে।

বিটিসিএল সেবা প্রদানের মাধ্যমে রাজস্ব আয় করে থাকে। ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে রাজস্ব আয় হয়েছে ৮২১.২২ কোটি টাকা এবং ব্যয় হয়ে ১১০৬.৩০ কোটি টাকা। পরবর্তী অর্থবছরে নভেম্বর, ২০১৫ পর্যন্ত রাজস্ব আয় হয়েছে ৩৭৫.১৪ কোটি টাকা ও ব্যয় হয়েছে ৩৩৪.৭৪ কোটি টাকা। ২০০৫-০৬ অর্থবছর থেকে ২০১৫-১৬ অর্থবছর পর্যন্ত বিটিসিএল এর রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা ও আয়-ব্যয়ের হিসাব নীচের সারণিতে দেখানো হলোঃ

সারণি ১১.১৯ বিটিসিএল এর আয়-ব্যয়

(কোটি টাকা)

অর্থ বছর	লক্ষ্যমাত্রা	রাজস্ব আয়	ব্যয়
২০০৫-০৬	১৭৭২	১৩১৬.২৮	৮২৪.৫৬
২০০৬-০৭	১৯০৩	১৬৬৬.৭১	৯২৮.৫১
২০০৭-০৮	১৯২৭	১৫৬৫.৩৩	১৭৫৪.৯১
২০০৮-০৯	১৫০০	১৭১৯.৬৮	১৬২১.৭৭
২০০৯-১০	১৫৮৩	১২৪০.৫০	১৩৪২.৭৩
২০১০-১১	১৫৬৬	১৬৪০.৪৩	১৯৭৫. ৮৫
২০১১-১২	১৭৬০	২১৮৬.১৬	২২০৩.৩৯
২০১২-১৩	২৪৯৮	১৭৬১.৪০	১৭৫৬.২৯
২০১৩-১৪	১৩০৬	১০০৫.০২	১৩৮৪.৫৮
২০১৪-১৫	৮৪৮	৮২১.২২	১১০৬.৩০
২০১৫-১৬*	৭৮৪	৩৭৫.১ ৪	৩৩৪.৭৪

* নভেম্বর ২০১৫ পর্যন্ত,*২০০৮-০৯ থেকে BTCL কোম্পানি হিসাবে এক্রুয়াল পদ্ধতিতে নিরীক্ষাকৃত।

বিটিসিএল-এর ইন্টারনেট সেবা

২০১৪-১৫ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ পর্যন্ত সারাদেশে বিটিসিএল-এর টেলিফোন ক্যাপাসিটি ছিল ১৪.৩ লক্ষ ও গ্রাহক সংযোগ ছিল ৭.৪ লক্ষ। এসময় ৫৬টি জেলায় ২৫৬ কেবিপিএস থেকে ১.৫ এমবিপিএস গতির এডিএসএল ইন্টারনেট ক্যাপাসিটি ছিল ৮৯০০০ এবং গ্রাহক সংযোগ ছিল ১৮.৭ হাজার। এ পর্যন্ত বিটিসিএল এর নতুন সেবা জিপন ভিত্তিক ১ থেকে ৪ এমবিপিএস গতির ইন্টারনেট সংযোগসহ টেলিফোন সংযোগ দেয়া হয়েছে ৯৭টি। ২১ সেপ্টেম্বর ২০১৫ থেকে ব্যান্ডউইথের মূল্য কমানো হয়েছে। ২১ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ থেকে এডিএসএল-এর মূল্য ৩৫ কমিয়ে সব প্যাকেজে আনলিমিটেড ব্রাউজিং/ডাউনলোড সুবিধা দেয়া হয়েছে। কলসেন্টারের ১৬৪০২ মাধ্যমে ঢাকার টেলিফোন গ্রাহকদের অভিযোগ গ্রহণ করা হচ্ছে। প্রতিবছর মার্চের মধ্যে গ্রাহকদের (যাদের বকেয়া নেই) অনাপত্তিপত্র প্রদান করা হচ্ছে। এডিএসএল-এর গ্রাহক পর্যায়ের সেবার মান বাড়ানোর জন্য আইটি প্রশিক্ষিত জনবল নিয়োগ দেয়া হয়েছে। সকল অফিসে সিটিজেন চার্টার দেয়ালে ঝোলানো হয়েছে, যাতে গ্রাহকেরা সেবার নাম, সেবা প্রদানের প্রক্রিয়া ও সময় সম্পর্কে ধারণা পাবেন। দুর্গম ও বিদ্যুৎবিহীন এলাকায় টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা সম্প্রসারণের জন্য সোলার প্যানেল বসানো হচ্ছে।

বর্তমানে বিটিসিএল এর ৪টি উন্নয়ন প্রকল্প (১) টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক উন্নয়ন প্রকল্প (২) ১,০০০টি ইউনিয়ন পরিষদে অপটিকাল ফাইবার কেবল নেটওয়ার্ক উন্নয়ন প্রকল্প (৩) ২৯০টি উপজেলায় অপটিকাল ফাইবার নেটওয়ার্ক উন্নয়ন প্রকল্প ও (৪) ওয়ারলেস ব্রডব্যান্ড নেটওয়ার্ক (4G, LTE) প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন আছে।

বাংলাদেশ সাবমেরিন কেবল কোম্পানি লিমিটেড (বিএসসিসিএল)

বাংলাদেশ তার ও টেলিফোন বোর্ড (সংশোধনী) Ordinance 2008 এর 5B ধারা বলে ল্যান্ডিং স্টেশনসহ সাবমেরিন ক্যাবলকে অধুনালুপ্ত বিটিটিবি থেকে আলাদা করে 'বাংলাদেশ সাবমেরিন কেবল কোম্পানি লিমিটেড (বিএসসিসিএল)' নামক একটি নতুন কোম্পানি গঠন করা হয়। বাংলাদেশ সাবমেরিন কেবল্ কোম্পানি লিমিটেড (বিএসসিসিএল) ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের আওতাধীন একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি যেটি SEA-ME-WE-4 কনসোর্টিয়াম এর মাধ্যমে বাংলাদেশের সাবমেরিন কেবল্ ব্যান্ডউইথ সেবা প্রদান করছে। সরকারি নির্দেশনার আলোকে বিএসসিসিএল বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এ্যান্ড একচেঞ্জ কমিশনের সকল শর্ত পূরণ করে টেলিযোগাযোগ সেক্টরে সরকার নিয়ন্ত্রিত প্রথম কোম্পানি হিসেবে ২০১২ সালে ঢাকা ও চট্টগ্রাম স্টক একচেঞ্জে তালিকাভুক্ত হয়। প্রতিষ্ঠালগ্ন হতেই বিএসসিসিএল একটি লাভজনক কোম্পানি। বিএসসিসিএল ইতিমধ্যে পুঁজি বাজারে আর্থিক ভাবে সফল, স্বচ্ছ এবং নির্ভরযোগ্য সরকার নিয়ন্ত্রিত কোম্পানি হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। এ সংস্থার ২০১৪-১৫ অর্থবছরে আয় ছিল ৬১.৬৫ কোটি টাকা যা ২০১৫-১৬ অর্থবছরের ডিসেম্বর, ২০১৫ পর্যন্ত আয় দাঁড়িয়েছে ২৬.১৫ কোটি টাকায়। সারণি ১১.২০ -এ বিএসসিসিএল এর রাজস্ব পরিস্থিতি দেখানো হলোঃ

সারণি ১১.২০ বিএসসিসিএল এর রাজস্ব পরিস্থিতি

(কোটি টাকা)

	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬ *
রাজস্ব আয়	৬০.৮২	৮৫.০২	১২৫.৫০	১৪৪.১৫	৯৪.৭৮	৬১.৬৫	২৬.১৫
রাজস্ব ব্যয়	২৫.৯৬	৩০.৫৪	৪২.৩৭	৩৪.৫৬	৪৫.৯৭	৪৭.৭৫	২১.১৭
নীট মুনাফা (কর পূর্ব)	৩৪.৮৬	৫৪.৪৮	৮৩.১৩	১০৯.৫৯	৪৮.৮১	১৩.৯০	০৪.৯৮

উৎসঃ বিএসসিসিএল *ডিসেম্বর ২০১৫ পর্যন্ত।

বাংলাদেশ সাবমেরিন কেবল কোম্পানি লিমিটেড (বিএসসিসিএল) উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ নিম্নরূপঃ

- **ব্যান্ডউইথের মূল্যঃ** জনগণের জন্য ইন্টারনেটের ব্যয় হ্রাস করার লক্ষ্যে বর্তমান সরকার ৬ দফা ইন্টারনেট ব্যান্ডউইড্থের দাম কমিয়েছে। সরকারের এই পদক্ষেপের ফলশ্রুতিতে ইন্টারনেট ব্যান্ডউইথের মূল্য জনগণের ক্রয়সীমার মধ্যে এসেছে এবং দেশে ইন্টানেটের প্রসার বৃদ্ধি, ডিজিটাল ডিভাইড হ্রাস এবং আইটি ভিত্তিক সার্ভিসের বিকাশ ও কর্মসংস্থানের সুযোগ হয়েছে। সাবমেরিন কেবলের আইপি ব্যান্ডউইডথ্ প্রতি মেগাবিট সর্বনিম্ন ৬২৫ টাকা ধার্য করে নতুন ট্যারিফ অনুমোদিত হয়েছে।

- **ব্যান্ডউইথ ব্যবহারঃ** ২০০৯ সাল থেকে বিগত পাঁচ বছরে সাবমেরিন কেবলে্ ব্যান্ডউইথের ব্যবহার ৭.৫ জিবিপিএস হতে বেড়ে ডিসেম্বর ২০১৩-তে প্রায় ৩৮ জিবিপিএস হয়। ছয়টি ITC কার্যক্রম শুরু করায় বিএসসিসিএল এর ব্যান্ডউইডথ ব্যবহার কিছুটা কম ব্যবহৃত হচ্ছে যা বর্তমানে ৭৭.৮৯ Gbps দাঁড়িয়েছে। ব্যান্ডউইডথ্ এর মূল্য হ্রাস এবং সর্বোপরি বিএসসিসিএল এর উন্নত গ্রাহক সেবার মানের কারণে ব্যান্ডউইডথ্ এর ব্যবহার বৃদ্ধি পয়েছে।
- **SEA-ME-WE-4 আপগ্রেড-৩ এর মাধ্যমে ব্যান্ডউইথ বৃদ্ধি কার্যক্রমঃ** ব্যান্ডউইথের চাহিদা বিশ্লেষণে প্রতীয়মান হয় যে, SEA-ME-WE-4 সাবমেরিন কেবলে তখনকার ৪৪.৬ Gbps ক্যাপাসিটির পুরোটাই ২০১৪ সালের দিকে ব্যবহৃত হয়ে যেতে পারে। নতুন IIG, IGW-সহ, Wimax, 3G সার্ভিসসমূহের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে আরো অনেক ব্যান্ডউইড্থের চাহিদা সৃষ্টি হবে। যে কারণে SEA-ME-WE-4 কনসোর্টিয়ামের Upgrad-3 প্রক্রিয়ার মাধ্যমে BSCCL দেশের ব্যান্ডউইড্থ সম্পদ বৃদ্ধি করার কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে। BSCCL নিজস্ব অর্থায়নে এই প্রকল্পে বিনিয়োগ করে। এর দ্বারা বিদ্যমান SEA-ME-WE-4 কেবলে বিপুল পরিমাণ ব্যান্ডউইড্থ সংযোজিত হয়। এই সম্প্রসারণ প্রকল্পের ফলে সাবমেরিন কেবলে্ ব্যান্ডউইড্থ এর পরিমান দাঁড়িয়েছে প্রায় ২০০ Gbps।
- **দ্বিতীয় সাবমেরিন কেবল্ সংযুক্তকরণঃ** দেশে কোন বিকল্প সাবমেরিন কেবল্ না থাকায় দ্বিতীয় একটি সাবমেরিন কেবল্ লিংক নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করে সরকারের দ্বিতীয় সাবমেরিন কেবলে্র সাথে সংযুক্ত হওয়ার প্রকল্প হাতে নেয়া হয়। কারণ বর্তমান Submarine Cable টি যদি কোন কারণে বিচ্ছিন্ন হয় তবে তা মেরামত করতে কমপক্ষে ৭-১০ দিন সময় লেগে যায়। বর্তমানে দেশের ব্যান্ডউইড্থ এর চাহিদা প্রায় ৮০ Gbps, তাই একটি সাবমেরিন কেবলের বিকল্প অন্য একটি সাবমেরিন কেবল্ দ্বারাই সম্ভব। এরই ধারাবাহিকতায় SEA-ME-WE-5 কনসোর্টিয়ামের সাথে চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে। এই চুক্তির পরবর্তী কার্যক্রম মোতাবেক কনসোর্টিয়াম পর্যায়ে প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ চলমান। বিকল্প সংযোগ নিশ্চিত হওয়াসহ এই কেবলে বাংলাদেশ প্রায় ১,৫০০ Gbps ব্যান্ডউইড্থ অর্জন করবে এবং নির্মিতব্য সাবমেরিন কেবলটি এ বছরই Operation-এ যাবে বলে আশা করা যাচ্ছে। দ্বিতীয় সাবমেরিন কেবলের ল্যান্ডিং স্টেশন পটুয়াখালী জেলার কুয়াকাটায় স্থাপন করা হবে।

বাংলাদেশ ডাক বিভাগ

ডাক বিভাগ সারাদেশে ৯,৮৮৬টি ডাকঘরের মাধ্যমে ডাক সেবা প্রদান করে যাচ্ছে। ডাক বিভাগের মূল লক্ষ্য হচ্ছে জনগণের কাছে ন্যূনতম ব্যয়ে নিয়মিত ও দ্রুততার সংগে ডাক সেবা প্রদান করা। ডাক অধিদপ্তর বিভিন্ন ডাকঘর ও অন্যান্য সাহায্যকারী অঙ্গ প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় দুই ধরনের সেবা প্রদান করে আসছে। একটি ডাক অধিদপ্তরের নিজস্ব সেবা এবং অপরটি এজেন্সি সেবা।

ডাক অধিদপ্তরের নিজস্ব সেবা

১. ডাক দ্রব্যাদি সংগ্রহ,পরিবহন ও বিতরণ মানিঅর্ডার সার্ভিস
২. অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক চিঠিপত্র আদান প্রদান
৩. জিইপি সার্ভিস
৪. পার্সেল (অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক)
৫. ইএমএস সার্ভিস
৬. রেজিস্ট্রেশন
৭. ইন্টোল পোস্ট (ফ্যাক্স সার্ভিস)
৮. বীমাকৃত দ্রব্যাদি (অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক)
৯. রেজিঃ নিউজ পেপার
১০. ভিপিপি
১১. ই-পোস্ট

ডাক অধিদপ্তরের এজেন্সি সেবাসমূহ

১. ডাকঘর সঞ্চয় ব্যাংক (সাধারণ ও মেয়াদি হিসাব)
২. ডাক জীবন বীমা
৩. সঞ্চয় পত্র (বিক্রয় ও ভাঙ্গানো)
৪. প্রাইজবন্ড (বিক্রয় ও ভাঙ্গানো)
৫. রাজস্ব স্ট্যাম্প এবং নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প
৬. বিড়ি ব্যান্ডরোল বিক্রয়
৭. টেলিফোন বিল বিতরণ ও আদায়
৮. সরকারের অ-ডাক বিভাগীয় সকল প্রকার স্ট্যাম্প মুদ্রণ ও বিতরণ
৯. ইনকামিং ওয়েস্টার্ণ ইউনিয়ন মানি ট্রান্সফার

২০১৫-১৬ অর্থবছরে বাংলাদেশ ডাক বিভাগের বিভিন্ন কার্যক্রমের মধ্যে চিঠিপত্রের সংখ্যা ৮৮.১৮ লক্ষ; অভ্যন্তরীণ মানি অর্ডার সংখ্যা ও টাকার পরিমাণ যথাক্রমে ৪.৩২ লক্ষ এবং ৯২.৯০ কোটি টাকা; বৈদেশিক মানি অর্ডারের সংখ্যা ও টাকার পরিমাণ যথাক্রমে ২৫২টি এবং ৮৩.৩৪ লক্ষ টাকা; ইলেকট্রনিক মনি অর্ডার সার্ভিস থেকে আয় ৬,০৩,৬২,৯৫০ টাকা; ডাকঘর সঞ্চয় ব্যাংকে জমা ও উঠানোর পরিমাণ যথাক্রমে প্রায় ৬৫৪৬.৫৩কোটি টাকা এবং ৪,৩০৭.৮৪ কোটি টাকা; সঞ্চয় পত্র বিক্রয় ও ভাংগানোর পরিমাণ যথাক্রমে প্রায় ১৩,৮৯৯.৩৬ কোটি টাকা এবং ২,৫৪৮.৩৪ কোটি টাকা; এবং ডাক জীবন বীমা খাতে প্রিমিয়াম আদায় ও খরচের পরিমাণ যথাক্রমে প্রায় ৭৪.৮৪ কোটি টাকা এবং ৮২.৫৫ কোটি টাকা উল্লেখযোগ্য।

তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়ন ও প্রসারের লক্ষ্যে ডাক অধিদপ্তর কর্তৃক কয়েকটি উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন করা হয়েছে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে :

(ক) 'ডাক বিভাগের কার্য প্রক্রিয়া স্বয়ংক্রিয়করণ' শীর্ষক প্রকল্প। এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য হ'ল ডাক অধিদপ্তরের বিভিন্ন কাজ যেমন: মনি অর্ডার, চিঠি রেজিস্ট্রেশনকরণ, ডাকঘর সঞ্চয় ব্যাংক, সঞ্চয় পত্র, ডাক জীবন বীমা ইত্যাদি একটি একীভূত সফট্ওয়্যারের মাধ্যমে সম্পন্ন করা এবং দেশের সকল ডাকঘরগুলোকে ক্রমান্বয়ে একটি একক ইলেক্ট্রনিক নেটওয়ার্কের আওতায় নিয়ে আসা। প্রকল্পটি সম্পন্ন হলে ডাক অধিদপ্তরের দৈনন্দিন কার্যাবলী কম্পিউটারের মাধ্যমে সম্পন্ন হবে, গ্রাহক সেবার মান উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাবে এবং ডাকঘরের সনাতন কার্য পদ্ধতির আমূল সংস্কার ঘটবে।

(খ) Process Automation of Postal Department শীর্ষক প্রকল্পের ১ম পর্যায় বাস্তবায়নের পর এর উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষে কম্পিউটার-প্রশিক্ষিত, দক্ষ জনবলের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। ডাক অধিদপ্তরের সনাতনী ম্যানুয়াল পদ্ধতি থেকে কম্পিউটারাইজড পদ্ধতিতে উত্তরণের জন্য ডাক ভবনে একটি মানসম্পন্ন কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে এবং পর্যায়ক্রমে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।

(গ) ডাক অধিদপ্তরের জন্য ইতোমধ্যে একটি অত্যাধুনিক ওয়েবসাইট প্রবর্তন করা হয়েছে। এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে জনসাধারণ ডাক অধিদপ্তরের বিভিন্ন সেবা সম্বন্ধে বিভিন্ন তথ্যাদি ঘরে বসেই জানতে পারছে। তাছাড়া এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমেই গ্রাহকগণ ঘরে বসে তাদের বিভিন্ন অভিযোগের সমাধানসহ প্রেরিত ইএমএস ডকুমেন্টের গতিবিধি সম্বন্ধে জানতে পারছে। ওয়েব সাইটের তথ্যাদি নিয়মিত হালনাগাদ করা হচ্ছে। এছাড়া রেজিষ্ট্রি ও পার্শেল-এর গতিবিধি ওয়েবসাইটে হালনাগাদ করার কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে যা শীঘ্রই চালু করা হবে।

(ঘ) ডাক অধিদপ্তর দেশের ৫টি শহরে তথা ঢাকা, চট্রগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা ও সিলেট প্রধান ডাকঘরে কম্পিউটারাইজড সেভিংস ব্যাংক কার্যক্রম চালু করা হয়েছে।

(ঙ) Post e-Center for Rural Community শীর্ষক একটি প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়নের কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য গ্রাম পর্যায়ে Internet সেবা ও সুবিধা সম্প্রসারণ। ডাক অধিদপ্তর গ্রামীণ অঞ্চলসহ সমগ্রদেশে প্রায় ৮,০০০ টি শাখা ডাকঘর এবং ৫০০ টি উপজেলা ডাকঘরের মাধ্যমে তথা আউটলেটের বিস্তৃত নেটওয়ার্ক রয়েছে যার মাধ্যমে গ্রামীণ অঞ্চলের অনগ্রসর জনসাধারণের নিকট ইন্টারনেটের প্রায় সকল সুবিধা পৌঁছানো সম্ভব হবে।

তথ্য প্রযুক্তি

রূপকল্প ২০২১: এবং জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG) ও ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ করে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের চালিকা শক্তি হিসাবে সরকার তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ক্ষেত্রে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ইতোমধ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা-২০০৯ বাস্তবতা ও সময়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ রাখতে পরিমার্জন করে তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা-২০১৫ প্রণয়ন করা হয়েছে। নতুন নীতিমালায় ১০টি মূল উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি ২৩৫টি কর্মপরিকল্পনা বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে, বিভাগ ও সংস্থার জন্য সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে।

১০টি মূল উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে নীতিমালায় স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি ৩০৬ টি কর্মপরিকল্পনা বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সংস্থার জন্য সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে। আইসিটি বিভাগ এবং এর আওতাধীন বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি), বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক অথরিটি (বিএইচটিপিএ), কন্ট্রোলার অব সার্টিফাইং অথরিটি (সিসিএ) এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর কর্তৃক ইতোমধ্যে বেশ কিছু স্বল্প করণীয় কাজ বিশেষ করে ই-গভর্নেন্স, ডিজিটাল সিগনেচার, আইটি/এসটিপি পার্ক এবং ই-সার্ভিস প্রভৃতি কার্যক্রম চালু করেছে। ফলে বর্তমানে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ ও গ্যাস বিল পরিশোধ, রেলের টিকেট ক্রয় ও আসন সংক্রান্ত তথ্য, দুর্যোগের আগাম বার্তা এবং বিভিন্ন স্তরের পরীক্ষার ফলাফল এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি কার্যক্রম প্রভৃতি সেবা গ্রহণ সহজতর হয়েছে।

সমাজের সকল স্তরে ডিজিটাল লিটারেসি বৃদ্ধির মাধ্যমে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার ও প্রয়োগ, তথ্য-প্রযুক্তি ভিত্তিক কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে জনগণের সেবা নিশ্চিতকরণ, তথ্য-প্রযুক্তি নির্ভর শিল্প ও অর্থনীতির প্রসারের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন, জ্ঞান-ভিত্তিক শিল্পে ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং ই-গভর্নেন্স ও ই-কমার্স প্রবর্তনের মাধ্যমে আধুনিক ও উন্নত ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠন, সর্বোপরি ৬৪ জেলায় 4th Generation broadband সার্ভিসের সম্প্রসারণসহ মোবাইল ও ইন্টারনেট ব্যবহার বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে সরকার আইসিটি বিষয়ক জাতীয় টাস্কফোর্স গঠন করেছে। এছাড়া, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বর্তমানে আইসিটি বিভাগের আওতায় বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প ও কর্মসূচি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

আইসিটি অবকাঠামোগত উন্নয়ন

ইতোমধ্যে বাস্তবায়িত ৩টি প্রকল্পের মাধ্যমে সারা দেশে ব্যাপক আইসিটি অবকাঠামোগত উন্নয়ন সাধিত হয়েছে, যেমন:

- দেশব্যাপী পাবলিক নেটওয়ার্ক স্থাপনের লক্ষ্যে ডেভেলপমেন্ট অব ন্যাশনাল ইনফ্রা নেটওয়ার্ক ফর বাংলাদেশ গভর্ণমেন্ট (BanglaGovNet) প্রকল্পের মাধ্যমে ৫৮টি মন্ত্রনালয়/বিভাগ, ২২৭টি দপ্তর/পরিদপ্তর, ৬৪টি জেলা ও ৬৪টি উপজেলা পর্যায়ের দপ্তরের মধ্যে নেটওয়ার্ক সংযোগ স্থাপন করা হয়েছে।
- ইনফো সরকার-২ প্রকল্পের মাধ্যমে ৬৪টি জেলা ও ৪৮৮টি উপজেলায় অবস্থিত ১৮,৪৫৩টি সরকারি অফিসকে একই নেটওয়ার্কের আওতায় সম্পৃক্তকরণের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। এ নেটওয়ার্ক সংযোগ ব্যবহার করে উপজেলা ও জেলার গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক ৮০০টি স্থানে ভিডিও কনফারেন্সিং সিস্টেম চালু করা হয়েছে। বাংলাদেশ সচিবালয় ও বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলে Wi-Fi সংযোগ স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও সরকারি কাজের গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে সরকারি কর্মকর্তাদের সার্বক্ষনিক অনলাইনে সংযুক্ত রাখতে ২৫,০০০ সরকারি কর্মকর্তার মধ্যে ট্যাবলেট পিসি বিতরণ করা হয়েছে।
- South Asia Sub-regional Economic Cooperation (SASEC) প্রকল্পের মাধ্যমে SASEC ভুক্ত চারটি দেশের (বাংলাদেশ, ভারত, নেপাল ও ভূটান) মধ্যে রিজিওনাল নেটওয়ার্ক স্থাপনের লক্ষ্যে পঞ্চগড় থেকে বাংলাবান্ধা পর্যন্ত ৫৮ কি.মি. ফাইবার অপটিক ক্যাবল লাইন স্থাপনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

বিভাগীয় ও জেলা পর্যায়ে হাই-টেক পার্ক/ সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক স্থাপন

Public Private Partnership (PPP) এর ভিত্তিতে গাজীপুর জেলার কালিয়াকৈর উপজেলায় ২৩২ একর জায়গার উপর হাই-টেক পার্ক অবকাঠামো উন্নয়নের কাজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলছে। ৯.১৮ একর জায়গার উপর যশোর সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্কে ১৫ তলা মাল্টি টেন্যান্ট ভবন এবং ১২ তলা বিশিষ্ট ডরমিটরি ভবনের কাজ শেষ পর্যায়ে। এছাড়াও সিলেট জেলার কোম্পানিগঞ্জ উপজেলায় ১৬২.৮৩ একর জমিতে পিপিপি মডেলে সিলেট ইলেকট্রনিক সিটি স্থাপনের জন্য বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ হতে উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। উক্ত প্রকল্পে ইতোমধ্যেই কিছু অংশে মাটি ভরাটের কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

রাজশাহীর পবা উপজেলার নবীনগর মৌজায় বরেন্দ্র সিলিকন সিটি নামে ৩১.৬২ একর জমিতে একটি আইটি পার্ক স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। রাজধানী ঢাকার মহাখালীতে ৪৭ একর জমিতে "মহাখালী আইটি ভিলেজ" স্থাপনের উদ্যোগও নেয়া হয়েছে। আইটি সেক্টরে উদ্যোক্তা সৃষ্টির লক্ষ্যে নাটোর জেলায় ১.২৩৯ একর জমিতে আইটি ট্রেনিং এন্ড ইনকিউবেশন সেন্টার স্থাপনের লক্ষ্যে একটি কর্মসূচি অনুমোদিত হয়েছে। জনতা টাওয়ারকে "সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক" এ রূপান্তর করা হয়েছে যেখানে ইতোমধ্যে ১৬টি IT/ITES প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে দেয়া হয়েছে। সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে ১২টি জেলায় ১২টি আইটি পার্ক স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। দেশের বিশ্ববিদ্যালয় হতে সদ্য পাশ করা আইসিটি গ্রাজুয়েটদের আইসিটি খাতে উদ্যোক্তা হিসাবে গড়ে তোলার জন্য চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি ইনকিউবেটর স্থাপনের লক্ষ্যে একটি প্রকল্প গ্রহণের জন্য বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

তথ্য প্রযুক্তিতে মানবসম্পদ উন্নয়ন

- সরকার আইসিটি খাতে মানবসম্পদ উন্নয়নে সুদূরপ্রসারী কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। "Leveraging ICT for Growth, Employment and Governance" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ৩৪,০০০ জন আইটি প্রফেশনাল তৈরির লক্ষ্যমাত্রা গ্রহণ করা হয়েছে। FTFL (Fast Track Future Leader) তৈরির অংশ হিসেবে ইতোমধ্যে ৩৮৮ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ১৫টি বিশ্ববিদ্যালয়ের ১০,০০০ জন আইটি গ্রাজুয়েটকে IT Top Up এবং ২০,০০০ জনকে Foundation ট্রেনিং প্রদান করা হয়েছে এবং e-Governance প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ৩,০০০ সরকারি কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- বাংলাদেশের তথ্য প্রযুক্তি পেশাজীবী ও গ্রাজুয়েটদের জ্ঞান ও দক্ষতার মান আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ITEE (Information Technology Engineers Examination) এর মাধ্যমে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় অংশগ্রহণপূর্বক কৃতকার্য হওয়ার ফলে এ পর্যন্ত ১৬৭ জনকে আন্তর্জাতিক স্বীকৃত সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়েছে।
- প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সক্ষমতা উন্নয়নে ২০১৫ সালে ৪টি কোর্সের মাধ্যমে ৮০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- লার্নিং এন্ড আর্নিং ডেভেলপমেন্ট প্রকল্পের আওতায় নির্ধারিত ৫৫,০০০ ফ্রি-ল্যান্সারের মধ্যে ইতোমধ্যে ২০,০০০ জন মহিলাকে Basic ICT literacy'র উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে চলতি অর্থবছরে আরও ২৫,০০০ তরুণ/তরুণীকে Basic ICT Training এবং ১০,০০০ জন সাইন্স গ্রাজুয়েট কে Advanced outsourcing'র উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে ।
- সাপোর্ট টু ডেভেলপমেন্ট অব কালিয়াকৈর হাই-টেক পার্ক প্রকল্পের আওতায় Skill Enhancement প্রোগ্রামে ৫০০০ জনের মধ্যে এপর্যন্ত ৪১২৭ জন গ্রাজুয়েট, আইসিটি গ্রাজুয়েটকে গ্রাফিক্স ডিজাইন, নেটওয়ার্কিং, JAVA, থ্রিডি অ্যানিমেশন, এনড্রয়েড ইত্যাদি আইটি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ইনফোসিস প্রোগ্রামের আওতায় ভারতের ইনফোসিস কেন্দ্রে ৯৮ জন আইটি গ্রাজুয়েটকে JAVA এর উপর তিন মাসব্যাপী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- তৃণমূল পর্যায়ে আইসিটি শিক্ষা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ২০০৯ সাল হতে এখন পর্যন্ত বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে ৩,৫৪৪টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে। আগামী ডিসেম্বর,২০১৬ এর মধ্যে সারাদেশে আরো ২,০০০ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার ল্যাব এবং ৬৪টি জেলায় একটি করে ভাষা শিক্ষা ল্যাব স্থাপনের কাজ সম্পন্ন হবে। ভাষা প্রশিক্ষণ

ল্যাবগুলোতে ১,০২৪ জন শিক্ষককে ৯টি ভাষা (ইংরেজি, ফ্রেঞ্চ, স্প্যানিশ, জার্মান, জাপানীজ, কোরিয়ান, রুশ, আরবী ও চাইনিজ) প্রশিক্ষক হিসেবে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে। উল্লেখ্য যে, স্থাপিতব্য এসব ল্যাবের নাম "শেখ রাসেল কম্পিউটার ল্যাব" ও "শেখ রাসেল ভাষা শিক্ষা ল্যাব" নামে নামকরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।

- সাম্প্রতিককালে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতে বিভিন্ন উদ্যোগ বাস্তবায়নের স্বীকৃতি স্বরূপ আন্তর্জাতিক পুরস্কার লাভ বাংলাদেশের জন্য বয়ে এনেছে অনন্য সম্মান। বিগত বছরগুলোতে তথ্যপ্রযুক্তি ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ওয়াচডগ হিসেবে পরিচিত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার পুরস্কার পেয়েছে বাংলাদেশ। টানা দ্বিতীয়বারের মতো ওয়ার্ল্ড সামিট অন ইনফরমেশন সোসাইটি (ডাব্লিএসআইএস) পুরস্কার ২০১৫ এবং আইসিটি সাসটেনেবল ডেভেলপমেন্ট অ্যাওয়ার্ড ২০১৫ অর্জন আমাদের জন্য শুধু গৌরবই নয়, ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের অভিযাত্রায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকারের সাফল্য ও কাজের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি।
- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষা, ই-সেবা এবং সরকারের অভ্যন্তরীণ তথ্য প্রবাহে ইলেকট্রনিক পদ্ধতি প্রবর্তনের উপযোগী অবকাঠামো নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতিতে ডাটা সংরক্ষণের জন্য কালিয়াকৈর হাই-টেক পার্কে Tier-4 মানের ডাটা সেন্টার স্থাপনের লক্ষ্যে প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। উপজেলা পর্যায়ে আইসিটি অবকাঠামো নির্মাণের লক্ষ্যে 'জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অবকাঠামো উন্নয়ন (ইনফো সরকার ৩য় পর্যায়)' প্রকল্প গ্রহণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। প্রকল্পটি গৃহীত হলে ১,২০০টি ইউনিয়নে কানেক্টিভিটি স্থাপন এবং ৫৫৪টি পৌর সভা ও বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিজনেস প্রসেস আউটসোর্সিং (বিপিও) সেন্টার স্থাপন করা হবে।